মর্ম্ম-গাথা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৮৮ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে
শ্রীউপেন্দ্রলাল বাগ্‌চি বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহোদয়ের শ্রীচরণে

তব সঙ্গীত-মূচ্ছর্না শুনি' জগৎ-চিত্ত উন্মনা,
বিশ্ব-শ্রবণ ব্যাকুল আজিকে প্রাচ্য-বীণার ঝঙ্কারে ;
জগৎ-সভায় বঙ্গবাণীর আর তো আসন তুচ্ছ না,
দিয়েছ লজ্জা সর্ব্বদা যারা ঘৃণা বিদ্রূপে চীৎকারে'।

অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গীন্ ছাড়া জিতিলে জগৎ সঙ্গীতে,
শান্তি-পতাকা উড়ালে বিশ্বে নির্ভয়ে মহাগৌরবে ;
পশ্চিম আজি নোঁয়াইল শির তোমারি ভাষার ইঙ্গিতে,
নিখিল বিশ্ব মুগ্ধ তোমার গীতিকাব্যের সৌরভে।

স্বদেশ-আত্মা গৌরবে তব সম্মান লভে চৌদিকে,
কত না ছন্দে সুর-ঝঙ্কারে কীর্ত্তি তোমার ঝঙ্কৃত !
প্রাচ্য প্রতীচ দিয়েছে অর্ঘ বাঙালীর কবি-তৈর্থিকে,
দীন ভক্তের হৃদয়ে তোমার অরূপ স্বরূপ অঙ্কিত !
দিতে উপহার 'মর্ম্মগাথার' কোথা উপচার, বন্দনা !
তবু সম্ভ্রমে সঁপিনু তোমায়, নাহি থাক্ তাতে মূচ্ছর্না।

যতীন্দ্রপ্রসাদ।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের সাত আটটি কবিতা কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও গল্পলেখক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এবং কয়েকটি বন্ধুর অনুরোধে আমার কতকগুলি কবিতা মর্ম্মগাথা নামে ছাপানো গেল। পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় এই গ্রন্থের কতকগুলি কবিতা দেখিয়া "কবিতাগুলি ভাল লাগিল" এইরূপ আশ্বাস দেওয়ায় এগুলি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

প্রচলিত প্রথানুসারে প্রথিত-নামা লেখক বা কবিদিগের দ্বারা লিখিত ভূমিকার শিরোপা শিরে আঁটিয়া 'মর্ম্মগাথা' প্রকাশিত হইল না, এই যা দুঃখ। তবে বিকৃতরুচি স্বকৃত দুঃখ সহিতে জানে—এইটুকুই লেখকের ভরসা ও সাহস।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে বারাণসী সাহিত্য পরিষদ্ শাখা-সম্পাদক, হিন্দু কলেজিয়েট্ স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের এবং কলিকাতা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক পিতৃপ্রতিম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয়ের স্নেহের ঋণ জীবনে কখনো শুধিতে পারিব না। তাঁহাদের উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রণয়ন দুঃসাধ্য হইত। তৎপর বিখ্যাত ব্যাঞ্জোবাদক বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়ের (P. N. Roy) সাহায্যও ভুলিতে পারিব না। এই গ্রন্থে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মৎরচিত উপহাসার্থ নকল (Parody) সঙ্গীতগুলি তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাধারণে গাহিয়া প্রচার করেন। তাঁহাকে আমার ভালবাসা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটি রহিয়া গেল; আশা করি সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাবর্গ মার্জ্জনা করিবেন।

কলিকাতা,
২৫শে ভাদ্র ১৩২১

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সূচিপত্র

মর্ম্ম-গাথা

সাজিভরা ফুল

[বারাণসীতে আমার জনৈক আত্মীয় বন্ধুর স্ত্রীর উল্‌সূতো নির্ম্মিত সাজিভরা গোলাপফুল’ দর্শনে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রচিত ।]

যে প্রসূন ফুটেছিল গোপনে হৃদয়ে,
সাজিভরা প্রতিকৃতি দেখেছি গো তার!
সে যে ওগো ছিল লুকি’ নিভৃত-আলয়ে,
প্রকাশ হইল আজি কুসুম-মাঝার!
স্বর্গীয় মাধুরী সত্য, আনিয়াছ ধরি’,
প্রদীপ্ত হয়েছে সাজি প্রসূন-আভায় ;
অমেয় আনন্দে হৃদি উঠিতেছে ভরি’,
সাক্ষী তার দেখি তাই পাপ্‌ড়ি পাতায়।
গন্ধহীন ফুলগুলো, তবু অনুপম,
কবির ফুটালো আঁখি—কোথা সমতুল!
শিল্পিনীর শ্রম-স্বেদ মুকুতার সম,
আর যা দেখিছি ভবে সবি যেন ভুল।

বারাণসী, ১৬।৭।১৭

জ্যোতির্ম্ময়ী

দেখেছি তোমায় উজল বরণি, প্রভাতে চপল রবির দেহে,
দেখেছি আবার সান্ধ্য গগনে ফিরিতাম যবে আপন গেহে।
উল্লাসে হৃদি নাচিত আবার দেখিতাম যবে বিটপী-শিরে,
সাধ হ'তো মোর বিহগের মতো বসিতে সেথায় নীরবে ধীরে !
দেখেছি তোমায় সিক্ত পাতায় নিশীথে মধুর জ্যো'স্না রাতে,
দেখেছি স্বচ্ছ সুনীল সলিলে নাচিতে নীরবে ঊর্ম্মিসাথে।
দেখেছি আবার তারায় তারায়, বিকচ মোহন প্রসূনদলে ;
যুবা-যুবতীর আঁখির আভায়, দেখেছি রসাল মধুর ফলে।
দেখেছি তোমায় শশী-সুষমায়, বীরের শাণিত অসির গায় ;
দেখেছি খোকা ও খুকির আননে, দেখেছি ক্ষুদ্র ধূলি-কণায়।
দীপ্ত অনলে দেখেছি আবার, দেখেছি বিধবা-বালিকা-হৃদে ;
বিজুলীর সাথে নীরবে হাসিতে দেখেছি তোমায়, নিখিলনিধে !
দেখেছি তোমায় দেখেছি দেখেছি, তুমি কি আমায় দেখেছ প্রভু !
দেখিলে কি আর হৃদয়-মাঝার বিষাদ-তিমির থাকিত কভু ?
নাচিয়া নাচিয়া জীবন-তরণী উজান বহিত তটিনী-জলে,
ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি আসিত, ভাবনা কোথায় যাইত চলে' !
হৃদয়-মাঝারে ছুটে এস তুমি প্রেমের মোহিনী মূর্ত্তি ধরি',
শক্তি হইয়ে শরীরে পশ' গো; নাচুক ধমনী 'করুণা স্মরি'।
হর্ষে তা'হলে' বাজাবো বাঁশীটি, জড়তা বিষাদ যাইবে ভেসে ;
সেবা-সাধনায় মানব-সেবায় প্রেম ও পুণ্য বিলাবো হেসে।

বারাণসী, ১২।৯।১৭

পরীর কাহিনী

মোরা জ্যো'স্না নিশায় উড়িয়া বেড়াই,
মিটাই কবির বাসনা ;
আর প্রেমময় প্রাণ পেয়েছে যাহারা
পূরাই তাদের কামনা।
উদ্যান-মাঝে ঘুরিয়া বেড়াই
হাওয়ার ঘাড়ে চড়িয়া ;
পুষ্প-পরাগ প্রভাতে প্রদোষে
প্রথমে নে যাই লুটিয়া।
কোমল কপোলে সুষমা তাহার
মেখে দিয়ে যাই যতনে ;
হাসিটুকু তার শিশুর অধরে
রেখে যাই মোরা গোপনে।
স্বর্গের প্রেম ঢেলে দিই মোরা
নব দম্পতী-হৃদয়ে ;
গোপনে আবার দেখি নিশিদিন,
কাঁদিরে কলুষ-প্রণয়ে !
মোরা জ্যো'স্না নিশায় উড়িয়া বেড়াই,
মিটাই কবির বাসনা ;
আর প্রেমে গদ-গদ হৃদয় যাদের
জাগাই তাদের সাধনা।

মোরা   চকোরের মতো সুধা করি পান,
    মিটাই প্রাণের পিয়াসা ;
আর   তাপিত পরাণে প্রেম-আশা দিয়ে
    তাড়াই সতত নিরাশা ।
কোকিলের চোখে প্রেম মেখে দিই,
    সুধা পূরে দিই আননে ;
গাহিতে বলে' দি' মিলনের গান
    বসিয়া কুঞ্জ-কাননে ।
বিরহের গান গেয়ে যদি কারো
    বেড়ে ওঠে মম-যাতনা ;
মিলন-বাসনা জাগায়ে অমনি
    সান্ত্বনা করি ঘোষণা ।
চাঁদপারা শিশু স্তন মুখে দিয়ে
    ঘুমোয় যখন নিশীথে ;
চুমো খেয়ে চোখে বলে' যাই তারে
    নীরবে গোপনে হাসিতে ।
মোরা   চকোরের মতো সুধা করি পান,,
    মিটাই প্রাণের পিয়াসা ;
আর   তাপিত পরাণে প্রেম-আশা দিয়ে
    ঘুমায়ে রাখি গো নিরাশা

বারাণসী, ১৩।৯।১৭

বসন্তে

আজি হু হু করি’ দখিণ পবন
জাগায়ে তুলিল বেদনা,
বিশ্ব-শ্রবণ-দুয়ারে পশিয়া
উঁকি মেরে গেল কি যেন কহিয়া,
বাঁধন যেন গো পড়িল টুটিয়া,
জাগিল আবার সাধনা ;
আজি হু হু করি দখিণ পবন
জাগালো বিশ্ব-বেদনা !

প্রেমের মোহন পাদপ হইতে
পাতাগুলো গেছে ঝরিয়া,
লভিল আবার নবীন জীবন,.
ভাঙিল সবার দুখের স্বপন,
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগে সুমিলন,
পরাণ উঠিল নাচিয়া ;
প্রেমের মোহন পাদপ আবার
কেন ওঠে পুন স্বনিয়া !

মধুর পবন এনেছে লুটিয়া
সুবাস নীরবে গোপনে,
হৃদি-পল্লব কম্পায়মান,
বিরহ-বেদনে কাঁদিছে পরাণ,

হারায়ে ফেলেছি কার কি যে দান,
জানিনে কোন্ সে স্বপনে !
মলয় পবন একি মনোরম,
জাগিল স্বপন জীবনে !

জাহ্নবী-তীরে বাজিছে শানাই,
কি যেন কি নাচে মরমে,
প্রেমে নত হয়ে পড়িছে আকাশ,
লহরীর মুখে ললিত সুহাস
ফুটিল যখন চুমিল বাতাস,
কুঞ্চিত তাই সরমে ;
বাজে প্রাণ-মাঝে শানা'য়ের সুর,
পুলক পেতেছি করমে !

বারাণসী, ৮।১১।১৭

নিপীড়িতা

বনের পাখী হতাম যদি বুক জুড়াত হায়!
দেবর-দাগা শাশুড়ী-জ্বালা আর না সহা যায়!
উড়ে যেতাম বনে বনে, খেতাম দুটো আপন মনে,
ফল-ফসলে শান্তি দিত থাক্‌ত নাকো দায়;
কপাল-পোড়া ননদ-তাড়া কোন্ অভাগী চায়?

চাষার ঘরের বউ যদি হায় হতাম কোন দিন!
তারা কি, সই, মার্‌ত ঝাঁটা, এতই হ'ত হীন!
কথায় কথায় মেরে সারা, কোথায় এমন করে কারা;
বল্‌ব কি আর বল্‌ব কি বল্ মরণ সম্মুখীন!
আর জনমে এদের কাছে এতই ছিল ঋণ!

শৈশবে হায়, চ'লে গেলেন সবাই মোরে রেখে!
মরণ কেন মায়ের সঙ্গে নিয়ে যায়নি ডেকে!
তা হ'লে এই জীবন আমার, হ'ত কি বোন্ এতই অসার;
তবে কি এই হতভাগী পড়্‌ত বিষম ঠেকে;
বল্‌না দিদি, মনের আগুন রাখ্‌ব কিসে ঢেকে!

বিয়ের সময় সদয় শ্বশুর ছাড়েন দাবী তাঁর,
গরীব পিতা বেঁচে গেলেন, নাম্‌ল বিষম ভার।
আমার হ'ল জীবন পণ, কর্‌ব সেবা অনুক্ষণ,
দুইদিন না যেতেই তারা ঝরায় নয়ন ধার;
স্বামী থাকেন স্বদেশ ছেড়ে সাত সমুদ্দুর পার।

কদিন পরে তাদের ঝাঁটা পড়্ল পিঠে ঘাড়ে,
ছুতা নাতা করে' তারা মেরেই আমায় সারে !
বৃদ্ধ শ্বশুর উদারচেতা, শাশুড়ী যে বাড়ীর নেতা,—
হতভাগীর মনের কথা খুলে বল্‌ব কারে !
না খেয়ে কি মরে' যাব শেষে অনাহারে !

বর্ষে দু'বার আসেন স্বামী দেখ্‌তে আপন ঘর,
দাসীর কথা শুন্‌তে তখন কোথায় অবসর !
বল্‌লে বেশী ত্যক্ত হ'য়ে, বলেন "এম্নি থাক্‌বি স'য়ে,
অর্থের বল্ কোথায় আমার, মর্‌বি না হয় মর্।"
মরণ কিলো চোখ্ খেয়েছে, সেও কি হ'ল পর !

বনের পাখী হতাম যদি বুক জুড়াত হায় !
দেবর-দাগা শাশুড়ী-জ্বালা আর না সহা যায় !
দেশ বিদেশের বনে বনে, উড়ে যেতাম আপন মনে,
ফল-ফসলে শান্তি দিত থাক্‌ত নাকো দায় !
কপাল-পোড়া ননদ-তাড়া কোন্ অভাগী চায় ?

গৌরীপুর, ১৩।৯।১৮

বিদ্যাসাগর

বীরসিংহে জন্মেছিল বিশ্বজয়ী বীর।
এমন হৃদয়বান, কর্ত্তব্যে অটল প্রাণ,
খুঁজিলে কে পেয়ে থাকে কোথা অবনীর ?
আমরা হয়েছি ধন্য, পূজি প্রতি পদ-চিহ্ন,
আঁকিয়া রেখেছি বুকে মূরতি গম্ভীর।
সাগরে সঁপেছি প্রাণ, কোথা আর অভিমান ?
তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে অধীর।
বীরসিংহে জন্মেছিল বিশ্বজয়ী বীর॥

বিদ্যার সাগর সে যে করুণা-সাগর।
পরার্থে সর্ব্বস্ব দান, ধন অর্থ হৃদি প্রাণ,
রাখিতে নারীর মান কত যে কাতর !
দুখীরা আসিলে দ্বারে, শুধাইত বারে বারে,
"খেয়েছ কি খাও নাই ?" কত যে আদর !
আপনি অভুক্ত রয়ে, সর্ব্ব দুখ-কষ্ট সয়ে,
অন্ন দিত মুখে তুলে—প্রফুল্ল অধর !
বিদ্যার সাগর সে যে করুণা-সাগর॥

তেজস্বিতা কার এত হৃদয়ে আবার ?
আভিজাত্য-অহঙ্কার, কে করেছে চূরমার ?
কার কাছে ধনী দুঃখী ছিল একাকার ?
আপনার অর্থ নাই, তবু দান করা চাই,

ঋণগ্রস্ত ঋণীদের মুছে আঁখিধার !
পদস্থ প্রভুরে 'হেলি, পদমান পদে ঠেলি,
কে রেখেছে আত্মমান শক্তি এত কার ?
তেজস্বিতা কার এত হৃদয়ে আবার ?

সমাজের প্রতিকূলে দাঁড়াতে কে চায় ?
হুলস্থূল দেশময়, জাগেনি তো বিন্দু ভয়,
জ্ঞানবীর যুক্তি তর্কে আগে আগে যায়।
প্রাণের মমতা তাঁর, পদানত অনিবার,
উঠেছিল উন্নতির চরম সীমায়।
সমাজের অত্যাচার, শত শত ব্যভিচার,
বিদূরিতে প্রাণপণ কে করে কোথায় ?
সমাজের প্রতিকূলে দাঁড়াতে কে চায় ?

ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কে করে প্রকাশ ?
এমন স্বদেশ ভক্ত, স্বজাতির অনুরক্ত,—
মা'র প্রতি কার এত গভীর বিশ্বাস ?
ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর দানবীর বীর্য্যবীর,
একাধারে এত মূর্ত্তি কোথায় বিকাশ ?
স্বাধীনতা স্বতন্ত্রতা, গুণ যত হৃদে গাঁথা,
লভি শেষে অমরতা করে স্বর্গবাস।
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কে করে প্রকাশ ?

ওই উড়ে কীর্ত্তি-ধ্বজা ভারত-আকাশে।
পত্ পত্ পত্ রবে, জাগায়ে তুলিছে সবে,

নিশানে সে পুণ্য নাম উড়িছে বাতাসে।
তাঁহারি সাধনা বলে, অন্ধকার গেছে চলে,
তাই জাগে নির্ভীকতা পৌরুষ প্রকাশে।
ধন্য বঙ্গবাসী জন, পেয়ে হেন মহাজন,
যায় নি সে, আছে প্রতি হৃদয়-আবাসে।
ওই উড়ে কীর্ত্তি-ধ্বজা ভারত-আকাশে॥

গৌরীপুর, ১৩।৪।১৯

নূতনের আবাহন

আলোকের পিছে আঁধার ছুটিছে আঁধারের পিছে আলো ;
যামিনীর সাথে দিবস ছুটিছে দেখাতে যা কিছু ভালো।
মেঘ-গর্জ্জন-অন্তে আসে গো বরষার কলতান ;
রৌদ্র-তাপিত শ্যাম ধরণীর শীতল করিতে প্রাণ।
জননীরে কত যন্ত্রণা দিয়ে নবীন জীবন পাই !
কত নিষ্ঠুর—সময়ের ফেরে সব কথা ভুলে যাই।
ছোট অঙ্কুর প'চে গ'লে তবে নূতনের দেখা পায় ;
পুরাণো নূতনে কোথা ব্যবধান্—আগু পিছু শুধু যায় !
শত যন্ত্রণা এস প্রাণে এস বৃশ্চিক-জ্বালা চাই ;
নয়ন ধাঁধিয়া উপেক্ষা এস, তবে তো সে প্রাণ পাই।
বিলাসের লেশ কর প্রভু, শেষ শুনায়ে বজ্র বাণী ;
মার্জ্জিত হ'য়ে আসুক জীবনে পূজ্য সে প্রাণখানি !

কলিকাতা, ৬।১২।১৯

গৌরীশঙ্করের মহাপ্রয়াণ

"সে গৌরীশঙ্কর হায়, আজি আর নাই!"
সহসা পশিল কানে চমকিয়া চাই!
টলমল প্রাণপুর, কাঁপিল কণ্ঠের সুর,
প্রাণের দেবতা প্রাণে থাকিতে না চায়,
বাঙ্গালী কাঙ্গাল্ হ'ল—বুক ফেটে যায়!

"একি হ'ল, একি হ'ল" চারিদিকে শুনি,
প্রতিধ্বনি প্রাণে আনে প্রতি ধ্বনি গুণি।
প্রাণে জাগে আকুলতা, সহিতে পারিনে ব্যথা,
বিষাদ-কালিমা মাখা সকলের মুখে;
বদনে সরে কি বাণী তীব্র মহাদুখে!

বঙ্গ-শঙ্করের সেই অন্তিম শয়ান,
দেখিতে ছুটিনু লয়ে' আকুলিত প্রাণ।
পাড়ায় পশিয়া শুনি, "নাহি সে শঙ্কর-মুনি,"
আজি বুঝি করে অন্য শঙ্করের ধ্যান,
লভিতে আরেক শিক্ষা অভিনব জ্ঞান!

দ্বারে দেখি দলবদ্ধ অগণিত লোক।
সবাকার চিত্তে সেই শঙ্করের শোক।
অন্দরে পশিয়া হেরি, কাঁদিছে তাঁহারে ঘেরি,
প্রিয় পুত্র পরিবার পুত্র-বধূগণ;
পরিবার শিরে কর হানে কি ভীষণ!

বধূরা বিয়োগ-ব্যথা পারে কি বহিতে !
কোমল হৃদয়ে শেল কে পারে সহিতে !
কোথা লোক-লজ্জা লেশ, আজি আঁখি অনিমেষ,
ক্রন্দনের নাহি শেষ - প্লাবিত কপোল !
এ দৃশ্য বর্ণিতে প্রাণে জাগে কলরোল !

এবে পথে খট্টাশায়ী ভারত-শঙ্কর !
ঘরে নাহি ঠাঁই পায় আজি পর-পর !
ভারতের রতনের, আজি একি গ্রহ-ফের,
বুকে বহে বেদনার কি তীব্র তুফান !
উলট্ পালট্ সব—প্রাণ কম্পমান !

"হরিবোল" মহারোলে কাঁপিল আকাশ।
সেই রব দিশি দিশি রটায় বাতাস।
পুনরায় "হরিবোল", "এই বেলা তোল্ তোল্,"
আবার ফুকারি কাঁদে প্রিয় পরিজন ;
দোতালার বারান্দায় রোদন ভীষণ !!

নিঠুর কঠিন প্রাণে পশে কি সে রোল !
আবার আবার শুনি সেই "হরিবোল"।
জনতা চলিল ভাসি, লয়ে চিত্তে শোকরাশি,
বিসর্জ্জিতে জাহ্নবীতে পবিত্র জীবনে।
শঙ্করের মহাযাত্রা ভুলিব কেমনে !

গুণগ্রাহী পরদেশী ইংরাজ সুজন,
চিনেছে ভারতবর্ষে শঙ্কর-রতন।

তাই মহাযাত্রা কালে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঢালে,
নয়নের দুটি বিন্দু, বুক-ভাঙা শ্বাস !
ধন্য মোরা শঙ্করের বঙ্গদেশে বাস।

রত্নপ্রসূ একে একে হ'ল রত্ন হারা !
আর্য্যভূমে কোথা রত্ন বঙ্গভূমি ছাড়া ?
বিগত আসিবে কিরে ? আসিবে আসিবে ফিরে,
চির রত্নপ্রসূ বঙ্গে বিগত রতন,
ধরি' লক্ষ নব কায়া সফলি' স্বপন।

আবার আসিবে বঙ্গে রত্ন সমুদয়।
অন্তরে অন্তরে তার পাই পরিচয়।
এ নহে কথার কথা, কল্পনার আকুলতা,
বিরহের হা-হুতাশ, স্বপ্নময়ী আশা,
আনিবে বিগত রত্নে তীব্র ভালবাসা।

ওহে বঙ্গবাসি যুবা বালক সুজন ;
মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব' হারালে কি ধন !
তবে সেই চিন্তা মায়া, প্রাণ-মাঝে ধরি' কায়া,
হারানো রতন-ছায়া করিবে গঠন ;
বাঙ্গালীর যশোগানে পূরিবে ভুবন।

কলিকাতা, ২২।১২।১৯

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বর্গারোহণে

'মধুর চাঁদের আলো', চারিদিক উজলিল, একি ঘুমে ঘুমাইল কবি!
ডাকিলে সাড়া না পায়, পরশিলে নাহি চায়, তবে কিগো ফুরাইল সবি!
কে তবে 'হাসির গানে,' 'মন্দ্রে'র গম্ভীর তানে বিমোহিবে বাঙালীর প্রাণ!
সত্য কিগো হলো অবসান!
কাহারে শুধাই বলো, কোটি আঁখি ছল-ছল, সকলের মলিন বয়ান!

থামিল কি পিককণ্ঠ, ভারতীর কুঞ্জবনে, চিরতরে থামিল কি সুর!
এ কথা ভাবিতে বহে, নয়নে প্লাবন-ধারা মর্ম্মদুখে বক্ষ দুর-দুর্!
এমন আপন-ভোলা, প্রাণ-খোলা মন-খোলা, খুঁজিলে মিলিবে কোথা আর!
তাই আঁখি ঝরেগো সবার!
হাসিমুখে সে যে গেল, কোথা আর পাব বলো, প্রিয়ভক্ত ভারতী মাতার!

নাটকীয় প্রতিভায়, হাসির নৃপতি হায়, কত কথা গিয়াছে বলিয়া!
'আবার মানুষ হ'তে,' স্বদেশ-সাধন-পথে, যেতে যেতে গেছে চী'কারিয়া!
'কে কোথায় আছ পড়ে' জননীর অর্ঘ্য-তরে, শত্রু মিত্র হও একপ্রাণ' ;—
শোন' সেই 'আর্য্য-গাথা' গান।
কবির মরম-বাণী, মর্ম্মে মর্ম্মে লহ মানি,' 'করোনা করোনা অপমান'!

দর্পময়ী গর্ব্বময়ী তাঁহার 'আমার দেশ,' 'আমার এ জন্মভূমি'-গীতি,
অপূর্ব্ব তেজেতে ভরা, সকল গানের সেরা, বাঙালী গাহিবে নিতি নিতি।
যতকাল বঙ্গভাষা, যতকাল বঙ্গভাষী, ততকাল আদর তাঁহার ;
বলদৃপ্ত ভাষা আর কার ?—
হে কবি হে পূজ্য কবি, এত শীঘ্র, এত দ্রুত, লীলা খেলা ফুরালো তোমার!

'পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি' আজ ;
কোথা তুমি—কোথা তুমি, ছেড়ে এই স্বর্গভূমি,
কোথা গেলে ওহে পিকরাজ !
কোটি ভৃঙ্গ-গুঞ্জরণে যে পুলক পাই প্রাণে, তব তানে শত গুণ তার ;
'কুহু-কুহু' শুনাও আবার !
ধ্বনিত হউক বঙ্গে, আবার পুলক-রঙ্গে, সঙ্গীতের মাধুরী অপার।

পাতার আড়ালে থাকি, সহসা দিল কি ফাঁকি, উড়ে গেল অত সুগোপনে ?
কোথা গেল কোন্ দিকে, চেয়ে আছি অনিমিখে,
বলো খুঁজি কাননে কাননে !
বঙ্গের বসন্ত কিগো, এত শীঘ্র চ'লে গেল, চিরকাল বসন্ত যেথায় ?
এ বসন্ত কোথায়—কোথায় !
নন্দন কাননে বুঝি কুহরি' অযুত পাখী এ পিকের আগমনী গায়।

সে কাননে দেবতার, বুঝি সাধ শুনিবার, শতকণ্ঠে পিককুল-তান ;
তাই ও জ্যোস্না রাতে, বকুল ফুলের গন্ধে সেথাকার আসিল আহ্বান।
ঘুমাইল স্থূলদেহ, ছাড়িয়া মায়ার গেহ প্রাণপাখী হইল উধাও ;
বায়ু কহে "গাও, পাখি, গাও।"
আমরা কাঁদিয়া কহি, "বুকে কি বেদনা বহি, একবার চাও ফিরে চাও !"

ফিরে না চাহিল আর, আর কেন হাহাকার, সে যে গেছে দেবতার দেশে।
সেথা গাছে স্বাদুফল, মন্দাকিনী কল-কল্, কবিকুল গাহে হেসে হেসে।
বিরহে বিষাদ নাই, অভাবে আঘাত নাই, মরণের নাহি ভীতি ভয় ;
সেথা বিন্দু নাহি অপচয়।
কি আনন্দ—কি আনন্দ, কোথা ঈর্ষা কোথা দ্বন্দ্ব, চারিদিক ফুলে ফুলময় !

সেই দেশে কত সুখ, নাহি মর্ত্ত্য-জ্বালা-দুখ, সদা প্রাণে আনন্দ অপার ;
প্রতিদিন শ্যামশোভা, দেবতার মনলোভা, নন্দনের মরি কি বাহার !
প্রতি জ্যোৎস্নাময়ী রাতি,—একি স্বপ্নময়ী ভাতি, চিরানন্দ সেথায় সেথায় !
কাঁদি হেথা কত যন্ত্রণায় !
উঠি পড়ি একা একা, পথে কারো নাহি দেখা, অন্ধকারে জীবন ফুরায় !!

মরণের পরপার, কোথা আর হাহাকার,—সেথাকার সবি নিরমল ;
আলোকে পুলকে মাতি', গাহে সবে প্রেম-গীতি, স্বর্গরাজ্য করে টলমল্।
গাও কবি মনসুখে, প্রতিধ্বনি পশি' বুকে, অমৃতের আনুক স্বপন ;
আকুল করুক প্রাণমন।
হে বরেণ্য দেশ-কবি, বুকভাঙ্গা অশ্রু দিয়া আজি এই শেষ আলাপন !
কলিকাতা, ৬।২।২০

আকুল আহ্বান

মুক্ত আজি হৃদয়-দুয়ার ;
নিখিলের স্পর্শ চাহে দেবতা আমার।
স্বরগের আলো এস, নরকের তমঃ এস,
জগতের জ্বালা এস, হিয়ার মাঝার ;
এস সুখ, এস দুঃখ, বেদনা অপার।

এস মেঘ-গরজন, এস বর্ষা-বিপ্লাবন,
এস শৈত্য, এস স্নিগ্ধ মলয় পবন ;
বায়ু সাথে এস বাণী, আসুক স্বপন।

আসুক তটিনীতান, আসুক প্রেমের বাণ,
আসুক চাঁদের আলো নাচাতে জীবন ;
জ্যোস্নায় পাপিয়া-তান, কোকিল কুজন।

বিধবার ব্যথা এস, সধবার প্রেম এস,
কুমারীর সুখ-স্বপ্ন পশুক হিয়ায় ;
আলোড়ন, উচাটন, কোথায়—কোথায় !
বৃদ্ধের অতীত-স্মৃতি, যুবার অপার প্রীতি,
বীরের স্বদেশ-প্রেম মৃত্যু যাতনায়,
আসুক পশুক এই দুখীর হিয়ায়।

তারার নীরব হাসি, এস এস ভালবাসি,
ঘুমন্ত শিশুর হাসি এস প্রাণারাম।
মেঘে চাঁদে লুকোচুরি চির অভিরাম !
রোদ-মাখা বৃষ্টি এস, ঝটিকা ঝাপটে এস,
দাপটে কাঁপাও প্রাণ, চাহিনা বিরাম ;
চেতনা আনুক চিত্তে কোটি গুণগ্রাম।

আয় অশ্রু, আয় হাসি, আয় বাল্য স্মৃতিরাশি,
আয় ভুল, আয় ভ্রান্তি, অশান্তি অপার ;
আসুক সহানুভূতি হৃদয়ে আমার।
ধনীদের ব্যভিচার, গরীবের হাহাকার,
আনুক বৃশ্চিক-জ্বালা তীব্র যাতনার ;
দেবতার রোষানল আসুক আবার।

বালকের চপলতা, বালিকার সরলতা,
তাহাদের খেলা ধূলা ক্রোধ অভিমান
কে আনিবে কে শুনাবে মধুমাখা গান!
তাপসীর তপঃ এস, নীরবতা এস এস,
এস কোলাহল, এস মান অপমান ;
এস ভক্তি, এস শক্তি ন্যায়ের বিধান।

পুত্র-শোক এস এস, মায়ের আনন্দ এস,
নারীর নারীত্ব এস পুরুষের বল ;
সতীর সৌন্দর্য্য এস—আঁখি অচপল!
এস ঘৃণা এস লজ্জা, ষোড়শীর সাজ সজ্জা,
সাধুর সাধুত্ব এস তপস্যা বিফল ;
সবি চাহি এস এস যা-কিছু বিরল।

প্রকৃতির শ্যামশোভা, ফুলবাস মনোলোভা,
আকাশের অসীমতা আসুক হিয়ায় ;
সসীম এ চিত্ত মোর অসীমতা চায়।
নির্ঝরের আকুলতা, তটিনীর ব্যাকুলতা,
সাগরের চল-উর্ম্মি কি-যেন-কি গায়!
সেই সুর সেই গীতি আয় প্রাণে আয়!

জেতার উল্লাস আয়, বিজিতের ব্যথা আয়,
সরল ভাষাটি আয় হৃদয়ে তরল ;
আঁখি-ফাটা অশ্রু আয় কাঁদাতে কেবল।

পর্ব্বতের গম্ভীরতা, শ্মশানের উদারতা ;
আয় প্রাণে তোরা বিনে জীবন বিফল ;
সবার মিলনে হোক্ জনম সফল ।

শরতের নির্ম্মলতা, বিহঙ্গের স্বাধীনতা,
অরুণের অরুণিমা চাহি প্রাণ দিয়া ;
উঠুক উল্লাসে হৃদি নাচিয়া নাচিয়া ।
বিদায়ের ব্যথা শ্বাস, পতিতার হা হুতাশ,
সকলি আসুক প্রাণে ভাসিয়া ভাসিয়া ;
এ মিলনে নব ভাষা উঠিবে জাগিয়া ।

ভ্রমরার গুঞ্জরণ, সঙ্গিনীর আলাপন,
সারা নিশা জাগরণ, আ-মরি কেমন !
আসুক এ সুখ সাথে বিরহ ভীষণ ।
আজীবন ছাড়াছাড়ি, বেদনার বাড়াবাড়ি,
আসুক দুখের পরে সুখের স্বপন ;
চাহি আলো-ছায়া-মাখা মধুর জীবন ।

কলিকাতা, ১৭।২।২০

দামোদর দৌরাত্ম্য

ভীতিশঙ্কুল দামোদর নদ ভীম গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া,
সহসা নিশীথে বাঁধ-বন্ধন বিদলি' ;
শত বর্ষের মর্ম্ম-যাতনা নিমিষের মাঝে বর্জ্জিয়া,
ধাইয়া চলিল দয়া মায়া ভুলি সকলি ।

বক্ষ তাহার আকুল আবেগে ওঠে উচ্ছ্বসি' উচ্ছ্বসি',
মেদিনী গ্রাসিতে ছুটিছে নাচিয়া ধাইয়া ;
ফোঁস্ ফোঁস্ রবে আসিছে গরবে দীর্ঘশ্বাসে নিশ্বসি',
জল-কল্লোলে মরণের গীতি গাইয়া।

সেই রব শুনি জাগিল মানব, ডাকে দেবতায় বন্দিয়া,
পশু পাখী ওঠে গোহালে কুলায় চেঁচায়ে ;
বিশ্বদেবের সাড়া নাহি পেয়ে ওঠে সবে আরো কান্দিয়া,
সেই রব শুধু দিশি দিশি পড়ে ছড়ায়ে।

'সামাল সামাল' 'গেল গেল' রবে প্রাণে ওঠে ভীম কম্পন,
শক্তিমানেরা বৃক্ষে উঠিল চকিতে ;
রমণীরা যত ছেলে মেয়ে নিয়ে জুড়িয়া বসিল অঙ্গন,
করুণা মাগিল তাঁহাদের নিয়ে বাঁচিতে।

অমনি সহসা দামোদর নদ শত তরঙ্গ বিস্তারি',
গ্রাসিল মেদিনী, জন প্রাণী গেল ভাসিয়া ;
কোলাহল আর নাহি শোনা যায়, নদ শুধু ওঠে হুঙ্কারি',
পর্ণ কুটীর জীর্ণ আবাস লভিয়া।

মানবের শত জ্ঞান-কৌশল সবি হ'ল হায় সংহত,
প্রকৃতির জয় দামোদর করে ঘোষণা ;
প্রকৃতিরে কার সাধ্য করিতে ক্ষুদ্র সীমায় সংযত ?
আপনার পথ আপনি করিবে রচনা!

দুস্থ জনের কলরোল প্রাণে আনিল নীরব ঝঙ্কার,
স্পন্দিল বুক, কাঁপিল আত্মা মরমে ;

দিকে দিকে তাই ছুটিল মানব গাহিয়া প্রণব ওঙ্কার,
বিধাতার কাজ বরিয়া লইল করমে।

ক্ষাত্র শকতি জেগেছে জগতে মরে' গেছে শত গঞ্জনা,
সেবার ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠেছে মরতে ;
নব্যযুগের যুবতী ও যুবা জানেনা করিতে বঞ্চনা,
পুলক পেয়েছে হিয়ার পরতে পরতে।

ধন্য হউক যুগের ধর্ম্ম, বাজুক বজ্র কড়্কড়ি',
গণ্ডী-ঘেরার ভাবনা মরুক পুড়িয়া ;
তরুণ সেবক-সঙ্ঘের টানে ওই আসে রথ ঘর্ঘরি',
শান্তি-পতাকা উড়িবে বিশ্ব জুড়িয়া।

কলিকাতা, ২৮।৪।২০

"পাকাটির" প্রতি

[একদিন আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন এক শিক্ষক মহোদয়ের বাড়ীতে যাই। তখন আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্থানীয়া তাঁর অন্যতম কন্যা, যাহাকে শীর্ণদেহের জন্য "পাকাটি" বলিয়া ডাকা হয়, জলযোগের জন্য আমায় অনুরোধ করে এবং একটি মৃণ্ময় রেকাব পূর্ণ কৃষ্ণনগরের মাটির নির্ম্মিত নিম্‌কি, কচুরি, সিঙ্গাড়া ও পানতোয়া এনে আমার সাম্‌নে উপস্থিত করে। পরে খেতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তির অল্পতা হেতু কয়েক জনের কাছে একটু অপ্রতিভ ও লজ্জিত হই। তার এই স্নেহের চাতুরীকে লক্ষ্য করে' এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রচিত হলো।]

বড় ভাল বেসে বোন্, দিয়েছিলি খেতে,
নিম্‌কি কচুরি আর সিঙ্গাড়া বাহার।

পানতোয়া দেখে প্রাণ উঠেছিল মেতে,
কিন্তু শেষে টিপে দেখি সবি ফক্কিকার !

সরল চাতুরী তুই খেলেছিলি বোন্,
আমি তা বুঝিনি আগে, ঠকেছিনু তাই ;
ভুলিব না ও চাতুরী, শোন্ আজি শোন্,
হাসি খুসি ভালবাসি, সরলতা চাই।

তোর মতো হেসে বোন্, তাই গান গাই,
সরল ও চতুরতা বড় যে মধুর !
তোর স্নেহ-পাশ কভু কাটাতে কি চাই ?
তোরি স্নেহ-কণা পেয়ে প্রাণ ভরপূর !

দোষ যদি করি বোন্, ধরিস্‌নে দোষ !
দোষে গুণে দিনরাত রয়েছি বিভোর ;
উপদেশ পাই যদি পাব পরিতোষ,
তুই যে আমার দিদি, আমি ছোট তোর !

ছোট্ট তোর প্রাণখানি মহাকাব্যময়,
কথায় শুনিতে পাই ছন্দের ঝঙ্কার ;
আনন্দেতে যতি ভঙ্গ কভু নাহি হয়,
এ কাব্যের কবি যিনি তাঁরে নমস্কার।

তোর ক্ষুদ্র করস্পর্শে মাটির মেঠাই,
খাঁটি রূপ পেয়েছিল অখাঁটি রেকাবে ;
ভোলা মন সব কথা ভুলেছিল তাই,
এ কবিতা সেই কথা চিরকাল গাবে।

এত স্নেহ কোথা বোন্, পেয়েছিস্ বল্ ?
ক্ষুদ্র হৃদে স্নেহ-রাশি করে তোলপাড় ;
কণামাত্র পেয়ে মোর চিত্ত নিরমল,
আয় বোন্, আয় দিদি, হৃদয়ে আমার !

মাটির ও পানতোয়া দিস্ চিরকাল,
মাটি সে তো খাঁটি হয় স্নেহ-রস পেয়ে ;
তোর খাঁটি চাতুরীতে হয়েছিল লাল,
কি রস পড়িতেছিল পানতোয়া বেয়ে !

ভুলে আমি ভুলেছিনু ও ভুল অতুল,
ভুলের ব্যবসা করে হৃদয় আমার ;
শত ভুলে চিত্তমূলে পেয়ে থাকি মূল,
বাজারে যাচাই কভু করিনে তাহার।

ক্ষুদ্র স্নেহে বেঁধেছিস্ হৃদয় আমার,
ক্ষুদ্র গীতি তাই আজি উঠিল হিয়ায় ;
ক্ষুদ্র স্নেহ-পাশ কাটি সাধ্য কোথা আর !
আমিও বেঁধেছি তোরে ক্ষুদ্র কবিতায়।

কলিকাতা, ৫।৫।২০

পূর্ণিমায়

আজ্‌কে রাতে পূর্ণিমাতে আকাশেতে নাইকো শশী ;
রহস্যটা ভাব্‌ছি আমি বাতায়নের পার্শ্বে বসি'।
ভাব্‌ছি আমি, দেখ্‌ছি আমি তারার হাসি আকাশ জুড়ে ;
অম্‌নি হঠাৎ নয়ন-পথে কল্পনা মোর গেল উড়ে।
গেল উড়ে ঘুরে ফিরে নিয়ে এল প্রাণের সুধা ;
নিয়ে এল নিবারিতে মিটাইতে চিত্ত-ক্ষুধা।
পিয়ে সুধা মিট্‌ল ক্ষুধা, মিট্‌ল না তো প্রাণের আশা ;
মনের মাঝে গোল্‌ তুলেছে অবিশ্বাস আর ভালবাসা।

এই যে স্নেহ ভালবাসা পাচ্ছি আমি দিবস রাতি ;
এই স্নেহেতে ভালবাসায় হৃদয় আমার উঠ্‌ছে মাতি।
জ্ঞানের রাজ্যে যাচ্ছি ছুটে স্বর্গরাজ্যে কর্‌ছি ভ্রমণ ;
আকাশ বাতাস আলোক পুলক সবাই আমায় কর্‌ছে আপন।
সবাই আমায় তুল্‌ছে টেনে ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধলোকে ;
চিত্ত আমার হচ্ছে সবল, অধীরতা নাইকো শোকে।
বায়ুর বেগে যাচ্ছি আমি গণ্ডী হতে উদারতায় ;
যাচ্ছি আমি আলোর মত উজল করি তমসায়।
হচ্ছি আমি বিশ্বব্যাপী আকাশ যেমন অসীম উদার ;
গাইছি আমি নদীর মত আপন মনে বারংবার।
পরকে আপন কর্‌ছি আমি, বিশ্ব জুড়ে বংশধর !
সংকীর্ণতা চাইনে আমি, বল্‌ব কি আর অতঃপর !

সংকীর্ণতা চাইনে আমি—এইটি আমার জীবনপণ ;
সারা জীবন এই কথাটাই ধ্যানে জ্ঞানে কর্‌ব সাধন।
হয় তো জ্বালা সইতে হবে, অসীম দুখে কাঁদব আমি ;
সাধ্‌ব তবু ছাড়্‌ব না তো আদর্শটা দিবস যামি।
হয় তো সবাই ছাড়্‌বে আমায়, ছাড়্‌বে আমায় আপন জন :
তবু সেটা ছাড়্‌ছি নাকো আমার যেটা জীবন পণ।
অনাহারে হয় তো ক্ষুদ্র জীবনটুকু রইবে বাকি ;
হয় তো আমায় বিশ্বজগৎ নানান্‌রূপে দেবে ফাঁকি।
লক্ষ্য তবু বক্ষ-মাঝে ধরে রাখ্‌ব অনিবার ;
মলিনতা আবিলতা সংকীর্ণতা চাইনে আর।

উদার যাঁরা দেব্‌তা তাঁরা আমার তাঁরা আপন জন ;
যাঁদের স্নেহে ফুটছে হৃদি তাঁরা বিনে কে আর আপন !
তাঁদের স্নেহ ভুল্‌ব নাকো, সইবে কে সে কৃতঘ্নতা ?
কাঙাল কবির কি আছে আর ? - প্রকাশ কর্‌ব কৃতজ্ঞতা !
প্রকাশ কর্‌ব প্রাণের ভাষায় সরল মনের মহোচ্ছ্বাস ;
প্রকাশ কর্‌ব চোখের জলে সে মহত্ত্ব বারমাস।
প্রকাশ কর্‌ব অসীম স্নেহ, সরল উদার ভালবাসা ;
প্রকাশ কর্‌ব হৃদয় খুলে সরল মনের গভীর আশা।

ধরার স্নেহ ভালবাসা থাক্‌বে কিগো চিরদিন ?
থাক্‌বে কি এই সরল হাসি, থাক্‌বে কি এই সুখের দিন ?
গাছে কুসুম আপনি ফোটে, আপনি আবার ঝ'রে যায় ;
নৈশাকাশেই তারা হাসে, দিনের বেলা দেখতে কে পায় !
শরৎ এলেই বিশ্ব জুড়ে চাঁদের হাসি ওঠে ফুটে ;
বর্ষাকালে বারিদেরা শশীর হাসি নেয় গো লুটে !

সময়ে যা এসে থাকে সময় গেলে থাক্‌বে না তা ;
তাই তো দুখে কাঁদ্‌ছে হৃদি, বাড়্‌ছে বিষম ব্যাকুলতা !
হারাই—হারাই হচ্ছে মনে, হারায়ে কি ফেল্‌ব তবে ?
কি যে আছে কি যে যাবে সে কথা কে কইবে কবে !
মনে রেখো—যারা আমায় ভালবেসে কর্‌লে আপন,
মনে রেখো তারা আমায় এইটি আমার শেষ নিবেদন।

কলিকাতা, ৩১।৫।২০

অভিজ্ঞতা

সত্যি যারা মুক্তি চাহ চিত্তটুকু ব্যক্ত ক'রে দাও,
বাতাস আলো বিশ্বগীতি দিবস রাতি পশুক প্রাণ মাঝে ;
মলিন কথা তুচ্ছ সুখে সত্যি যদি শান্তিকণা চাও,
মুক্ত আছে যমের দোর, ছুটিয়া যাও, ধীরতা নাহি সাজে।

মানুষ হয়ে নিয়ত যারা পশুর মতো জীবন করে ক্ষয়,
মরিয়া তারা লক্ষ যুগ থাকুক নীচ কামনা-সেবা নিয়ে ;
ধরার ভার বাড়াতে আর বাঁচিয়া থাকা কখনো শুভ নয়,
সরিয়া পড়, দুনিয়া ছাড়, খাও না খাবি নরকে ডুব দিয়ে ?

কর্ম্ম ছাড়া নিয়ত যারা বসিয়া শুধু পাপের কথা ভাবে,
মানব দেহে ব্যাঘ্র তা'রা, সুবিধা পেলে পড়িতে পারে ঘাড়ে ;
এদেরে ছেড়ে সুদূরে থাক, যেয়ো না কাছে, প্রাণটা কেন যাবে ?
না পারে হেন কার্য্য নাই, করুণা হলে আস্ত খেতে পারে !

ছদ্মবেশী বন্ধু যাঁরা তাঁহারা আরো ভীষণতর ভাই !
বচনে মধু, নয়নে মধু, ব্যাভারে মধু, মধুর ছড়াছড়ি ;
ও 'মধু' মাঝে গরল রাজে, গরল মাঝে যমের দেখা পাই,
সময়ে বুকে ছুরিকা মেরে তৃপ্ত হ'ন রক্ত পান করি।

যদিও মোরা মরণশীল, দুঃখ নাহি—অমর হব মরে',
নিম্ন হ'তে ঊর্দ্ধ পানে নিয়ত মোরা সেদিকে যাব ছুটে ;
হোক্ না যত উচ্চ ভাব ক্ষুদ্র প্রাণে রাখিব তাহা ধরে',
অজানা কোন্ প্রভাতবেলা দেখিব পূত হৃদয় আছে ফুটে।

কলিকাতা, ৭।৮।২০

বৌদ্ধ আত্মা

বহুযুগ-অন্তে আজি এস লয়ে রশ্মি রাজি প্রাচ্যের হে প্রস্ফুট আলোক !
স্বরগের সেতু দিয়ে ছায়াপথ উতরিয়ে নেমে এস এ শুভ সময়ে !
সে যুগে স্বদেশ-ক্ষেত্র অনুর্ব্বর ছিল সত্য, আজি তারে পূজিছে ভূলোক ;
এইবার এস তুমি রাজীব-চরণ চুমি' দেশবাসী দাঁড়াবে অভয়ে।
আজ কাব্য-রসায়নে, বিচিত্র বিজ্ঞান সনে আলোচনা আলয়ে আলয়ে :
হেয় ঘৃণ্য আর নহি, আর না বেদনা বহি,
আর না মরণগীতি গাহিতে অধীর।
পলে পলে জাগে আত্মা, প্রাণে প্রাণে পশে বার্ত্তা, কি মিলন প্রণয়ে প্রণয়ে!
গাহিব মিলন-গীতি, ভুলিব বিভেদ-নীতি, বিচূরিব ভেদের প্রাচীর।
ধনের একাধিপত্য আবার জেগেছে সত্য, নিষ্পাপের লাঞ্ছনা গভীর ;
কোথা সেই বীরবার্ত্তা ? চেতাও দলিত আত্মা, কাঁপাইয়া তোল ধন-মান।

ধনভেদে জাতিভেদ এযেরে বিষম খেদ, কুআচার তুলিয়াছে শির !
এইবার এইবার তব বজ্রবাণী সার, আন ফিরে ন্যায়ের বিধান ।
"উচ্চ নীচে সম প্রাণ" কি বাণী করেছ দান ভারতের ওহে ধর্ম্মবীর !
যুক্ত করে যাচি তাই, ও আত্মা আবার চাই, আজি বিশ্ব একান্ত অধীর ।
কলিকাতা, ৮৷৯৷২০

ঘৃণার কথা

সমাজ-ভীতি ক'চ্ছ যারা, পড়ে' যারা রৈলে পিছে,
ঘৃণার কথা বল্ছি আজি তাদের কাছে করযোড়ে ;
সচল যারা এগিয়ে এস, পঙ্গু থাকুক পায়ের নীচে,
শক্তি থাকে টেনে আন, নৈলে কাঁপুক ঢেউয়ের তোড়ে ।

ধর্ম্ম কিরে পরশমণি ? সুগোপনে রাখতে হবে ?
হয় যদি তা পরশমণি, লাগাও তারে দশের কাজে ;
স্পর্শ করুক মলিনচিত্ত, স্বর্ণ খাঁটি হৌক্ সবে,
নৈলে তারে চূর্ণ কর, মিশাও তারে ধূলির মাঝে ।

যুগের আগে এগিয়ে চল, এগিয়ে চলে যুবকদল,
কাউকে তারা ভয় করে না, ভয় করে সেই একজনারে ;
সমাজ তারা ভাঙে গড়ে, গ'ড়ে করে সমুজ্জ্বল,
অফুরন্ত প্রেমের গীতি বাজে তাদের প্রাণের তারে ।

সমাজ-ভীতি চূর্ণ কর, ফুৎকারে তায় উড়িয়ে দাও ;
প্রস্ফুটিত ফুলের মত গন্ধটুকু বিলিয়ে যাও ।

কলিকাতা, ২০৷৯৷২০

দেশের দাবী

বিরাট বিশাল স্বদেশ আমার ঘুমে আছে ঘোর তিমিরে ;
জন কত শুধু জাগিয়া উঠেছে নেহারি জ্ঞানের মিহিরে।
ক্ষুব্ধ হৃদয় কাঁদিছে নিয়ত, ক্রন্দন শুনি শ্রবণে,
বায়ু-হিল্লোলে, নদী-কল্লোলে, শত অবনত জীবনে।
পণ্ড হয়েছে খণ্ড সাধনা, আলোক চাহিছে সকলে ;
ভেদের প্রাচীর ভাঙ্গিছে যুবক ক্ষ্যাপার মতন সবলে।
পর্য্যালোচনা করুক বৃদ্ধে, কর্ম্ম সাধিছে যুবকে ;
জ্ঞান-বিজ্ঞান-স্বাস্থ্যের আশে ছোটে দেশে দেশে পুলকে।
তোরা দলে দলে ছুটে আয়,
দেশের অভাব যুবক ব্যতীত আর কে মেটাতে চায় ?

'দেশ' কারে বলে জানে না দেশের গরীব নিঃস্ব চাষারা ;
'দান' কারে বলে এখনো বোঝে না মাংসল ধনী 'দাতারা'।
কবিরা বাজাতে চাহেনা দামামা, বাজায় বেণু ও বীণাটি ;
গান্ধীর কথা শোনে না শ্রোতারা পাছে লাগে দাঁত কপাটী।
এই তো দেশের সাধারণ লোক চলে সাধারণ খেয়ালে ;
বিবেকের পথে চলে যদি কেহ পাঁজিপুথি তারে তাড়ালে।
ধন্ধ লাগায়ে অন্ধ করিতে 'পণ্ডিত' বাঁধা খোঁয়াড়ে ;
দুঃখের কথা বলিব কাদেরে ? গল্প এযেরে আষাঢ়ে !
তোরা তুফানের বেগে আয়,
বিবেকের পথে যুবক ব্যতীত আর কে ছুটিতে চায় ?

পৃথিবীর শত বিভিন্ন জাতি ছুটিয়া চলেছে গরবে ;
ভারত যেনরে গোযানে চড়িয়া যেতেছে জীবন-আহবে।
চীনের টুটেছে আফিমের নেশা, জাপান জেগেছে পুলকে ;
ইউরোপ হাঁকে "চল্ ছুটে চল্, নহিলে মরণ পলকে।"
আমেরিকা ডাকে "আয় ছুটে আয়" বাজায়ে নবীন বাজ্‌না ;
জাগরণী গীতি গাহে বিজ্ঞান, একিরে নূতন সাধনা !
মোরা পড়ে' আছি তাজা নরনারী অন্ধকূপের মাঝারে ;
ব্যবসা করিছে সচল জাতিরা বিশ্বের বড় বাজারে।
তোরা প্রেমের পুলকে আয়,
যুগের সঙ্গে যুবক ব্যতীত আর কে যুঝিতে চায় ?

কর্ম্ম চাহিছে ভিখারীর দল, শান্তি চাহিছে কৃষকে ;
মুক্তি চাহিছে অন্ধ আতুর মরি' তিল্ তিল্ পলকে।
ধনীরা যাচিছে শুদ্ধ হৃদয়, ভুলিতে বিলাস লালসা ;
কেরাণী মাগিছে নূতন জীবন, ভাষাটি চাহিছে সরসা,
দুঃখী যাচিছে সোহাগ অপার, শান্তি মাগিছে জীবনে ;
পুরোহিত যাচে নূতন আলোক বিজ্ঞানময় ভুবনে।
রমণী চাহিছে ন্যায়ের বিধান, সাধিতে নীরব সাধনা ;
পুরুষ চাহিছে উন্নত প্রাণ, বিলাতে বিশ্বে আপনা।
তোরা হাতে ধরাধরি আয়,
জ্ঞানের অভাব যুবক ব্যতীত আর কে পূরাতে চায় ?

কলিকাতা, ২৭।৯।২০

পল্লীবন্ধুর প্রতি

বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই ?
সেই যে মধুর ভালবাসা, আধেক্ বলা আধেক্ হাসা,
সেই জীবনের সরল আশা কোথায় গেল ভাই !
সেই যে গলা ধরে' যাওয়া, এখন আর তো যায় না পাওয়া,
এখন শুধু হেসে চাওয়া, সেই দিন তো নাই !
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

সেই দুপুরে ফড়িং ধরা, আম বাগানে জট্‌লা কর্‌া,
টপ্‌ করে' যেই আম্‌টি পড়া, অম্নি ছুটে যাই !
সেই যে আমের কেমন বাঁশি, সেই মারপিট্‌ কান্না হাসি,
কোথায় গেল কিবা নাশি' কারে বা তা শুধাই !
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

সেই পুকুরে সাঁতার কাটা, হেসে খেলে পথটি হাঁটা,
সেই জীবনের হাসির ছটা কে নিয়েছে ভাই !
ওই সে শ্যামল পল্লী-মাঝে, সেই জীবনের স্মৃতি রাজে ,
আজ্‌কে দুখে হৃদয় বাজে, কি-যেন-কি নাই !
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

তার পরেতে বিকেল বেলা, দেশের কত রকম খেলা,
সে যে সরল প্রেমের মেলা কে ভাঙিল ছাই !
সেই যে মাঠে ঘুড়ি ওড়ান্, সেই যে কত রকম গান,

সেই যে কেমন অভিমান পালালো কোন্ ঠাঁই !
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

সেই ঋতুতে সর্ষে ক্ষেতে, ছুটে যেতাম উল্লাসেতে,
সন্ধ্যেবেলা আখের ক্ষেতে নিত্য যাওয়া চাই !
ডাক্‌লে ঝোপে বুল্‌বুলিটি, ধর্ত্তে তারে যেতাম ছুটি,
না পেলে তায় লুটোপুটি, সে সব তো আর নাই !
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

চৈৎ ফাগুনে কোকিল-কুহু, আস্‌ত কানে মুহুর্মুহু,
পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্‌ছে বহু, বড্ড ব্যথা পাই !
প্রাণটি তোমার নাইকো তেমন, দেখ্‌ছি শত পদস্খলন,
আজ্‌কে যেন কেমন কেমন, দেখ্‌লে কথা নাই !
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

ওই সে কত জ্যো'স্নারাতে, গল্প গুজব তোমার সাথে,
ভুলেছ তা কার আঘাতে ?—ভুল্‌তে পারি নাই !
সে সব যে ভাই, হৃদে লেখা, মুছ্‌তে গেলে উজল রেখা,
দেখার মতো তেম্‌নি দেখা দেখ্‌তে ফিরে চাই !
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

ঘুঘু্ যখন ডাক্‌ত দূরে, বাজ্‌ত বেহাগ হৃদয়-পুরে,
কি জ্বালা যে জীবন-জুড়ে বুঝ্‌তে তুমি ভাই !
দুখের কথায় কর্ণ দিতে, শীতল হ'ত দগ্ধচিতে,
তাইতে ব্যথা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চাই !
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

ঘর সংসার ক'চ্ছ তুমি, আমার গৃহ বিশ্বভূমি,
দেশ-বিদেশে ঘুচ্ছি আমি প্রাণের গাথা গায়ি' !
বাল্য সুখ ও দুখের ছবি, আজ্‌কে আমায় ক'ল্লে কবি,
ফুলের মতো ফুট্‌বে সবি, বল্‌তে নাহি চাই।
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !

বর্ত্তমানে বিঘ্ন কি যে, ভেবেই কিছু পাইনে নিজে,
শুক্‌নো কপোল যায় যে ভিজে তোমার পানে চাই' !
সেই যে কেমন মাথামাথি, হয়নি তো শেষ—আছে বাকি,
ব্যাকুল সদা তাই তো ডাকি, হৃদয় কি হে নাই ?
বন্ধু, তোমায় তেমন করে' কোথায় গেলে পাই !!

কলিকাতা, ১।১০।২০

মাঙ্গলিক গীতি

শঙ্খ-স্বননে মধুর লগনে আজি ওঠে প্রাণ পুলকি' ;
স্বর্গ-শোভনা ধেয়ান-মগনা এল অঙ্গন আলোকি'।
বাজিছে ভবনে আগমনী গান, মিলন-প্রয়াগে একি কলতান,
শত অবসাদ পলে অবসান হ'ল কি !
শঙ্খ-স্বননে মধুর লগনে আজি ওঠে প্রাণ পুলকি' !

এস নবসাজে আপনার কাজে শান্তির বারি বরষি',
জ্ঞান-মণ্ডিত দেব-নন্দিত মরু-প্রান্তর সরসি'।

মঙ্গলময়ি, মঙ্গলালোকে, জাগ্রত রেখো দুঃখ ও শোকে,
কর্ম্মজীবন উঠুক পুলকে উলসি' !
এস নব সাজে আপনার কাজে শান্তির বারি বরষি' !
করুণা-নিধান, কর হে বিধান, ধন্য হউক সাধনা ;
পুণ্য হৃদয়ে আদর্শ লয়ে পূর্ণ করুক বাসনা !
নব দম্পতী নবীন জীবন, দীর্ঘায়ু লভি' করুক সাধন,
দলিত হউক শত অশোভন কামনা !
করুণা-নিধান, কর হে বিধান, ধন্য হউক সাধনা ! !

কলিকাতা, ৩।১০।২০

পরাহতের নির্ভরতা

মলিন-চিত্ত-বহন-বেদনা বহিতে পারিনে আর !
মঙ্গল কর উজ্জ্বল কর তুমি হে সারাৎসার !
জাগ্রত হোক্ পেয়ে তব দান, নন্দিত হোক্ নিন্দিত প্রাণ,
লোক-লাঞ্ছনা শত অপমান হোক পুষ্পহার ;
মলিন-চিত্ত-বহন-বেদনা বহিতে পারিনে আর !

আপনার যারা ভেবে অভাজন সঙ্গ ত্যজিল নাথ !
বাক্যের বাণে বিদ্ধ হৃদয় যাতনা দিবস রাত !
উন্নত শির সদা অবনত, হৃদয় কাঁদিছে গুমরি' নিয়ত,
মঙ্গল কাজে হয়ে পরাহত কেবলি অশ্রুপাত !
আপনার যারা ভেবে অভাজন সঙ্গ ত্যজিল নাথ !

তব চরণের স্নেহের পরশ পেয়েছি জীবন মাঝে ;
তাই শত দুখে বাজে বুকে বাজে করুণার বাণী বাজে !
দৈন্য ও দুখে পাই নব বল, অশ্রু পরশে হিয়া নিরমল,
চরণের রেণু করি' সম্বল যাব মঙ্গল কাজে ;
তব চরণের স্নেহের পরশ পেয়েছি জীবন মাঝে !

মন-মঞ্জরি ফুটাও আমার মঙ্গলময় স্বামী !
জীবনে জীবনে জনমে জনমে চির অচেতন আমি !
আবরণ মাঝে কাঁদি যাতনায়, শত বন্ধনে প্রাণ যায় যায়,
মন-মঞ্জরি দুলিছে হাওয়ায় নীরবে দিবস যামি ;
ফুটিয়া টুটিয়া লুটিয়া পড়িতে ফুটাও আমারে স্বামী !

বায়ু-হিল্লোলে উল্লসি' কবে গন্ধ উপিয়া যাবে !
কানে কানে কবে মৌমাছিকুল মুক্তির গাথা গাবে !
কবে মধু মোর বিলাব ভুবনে, শান্তি লভিব ক্ষুদ্র জীবনে,
উড়িয়া উড়িয়া পরাগ পবনে কবে সে চরণ পাবে !
বায়ু-হিল্লোলে উল্লসি' কবে গন্ধ উপিয়া যাবে !

ফাগুন-নিশীথে পরীর পরশে আধ-মুকুলিত প্রাণ !
কবে গো টুটিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জীবন করিব দান !
শতবার 'কুহু' পশেছে পরাণে, বায়ু ডেকে গেছে বিশ্ব-বিতানে,
আজি সেই ডাক জীবন-বিহানে জাগালো নীরব তান !
কবে গো টুটিয়া ফুটিয়া উঠিয়া ধন্য করিব প্রাণ !

কলিকাতা, ৯।১০।২০

স্নেহলতার আত্মদানে

এই তো রে ভাই হিন্দু-সমাজ, বুক ফাটে আজ বিষম দুখে!
কুমারী এক বঙ্গনারী কি কালিমা দিল মুখে!
টাকার দায়ে মর্‌লো পুড়ে, জ্যান্ত ম'লো বাপের লাগি;
মর্‌লো পুড়ে শিক্ষা দিতে মচ্ছে যারা রাত্রি জাগি।
"বিদ্যালয়ের বলদগুলো বইয়ের বোঝা বৈতে জানে;
গাড়ী গাড়ী পড়্‌ছে পুথি, কেউ না পড়ে জ্ঞানের টানে।"
এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে পুড়্‌লো মেয়ে গর্ব্ব ভরে;
পুড়্‌লো মনের মহাক্ষোভে, ঘৃণায় নারী এম্নি মরে।
হায়রে সমাজ, হায় উপাধি, হায়রে বিশ্ববিদ্যালয়!
লক্ষ্মী ছাড়ায় ভর্‌লো এদেশ, কেউ তো ওরা মানুষ নয়!!

প্রেমের এখন ব্যব্‌সা হ'লো, পুরুষ এখন বিক্রী হয়!
নারী হচ্ছে নিষ্পেষিত, জ্বল্‌বে আগুন বাংলাময়।
এখন জ্বল্‌ছে ঘরে ঘরে, পরে জ্বল্‌বে সারা দেশ;
সেই আগুনের মাঝখানেতে দেখ্‌বো নারীর কি এক বেশ!
কুমারীরা জাগ্‌বে সবে, থাক্‌বে না আর নির্য্যাতন;
দেশের কাজে দশের কাজে কর্‌বে জীবন বিসর্জ্জন।
কুসংস্কার পাহাড়সম পুড়্‌বে তাদের রোষানলে;
প্রাচীন প্রথা, পণ-প্রথা ভাঙ্গ্‌বে তারা সদল বলে।
পাশ-করা সব অহঙ্কতের কর্‌বে ভীষণ সর্ব্বনাশ;
নতুন করে' বাংলা দেশের মানব-ক্ষেত্র কর্‌বে চাষ।

কি অবস্থা হ'লো দেশের বল্‌বো কি আর দুখের কথা !
দেশের এখন চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তিমতী বিষণ্নতা।
পড়ুয়া সবে লিখ্‌ছে বসে', কাজের বেলা কেষ্টরাম ;
কথার চোটে পাহাড় ফাটে, কুৎসা করা বৃহৎ কাম।
পুরুৎ ঘেঁটে পুরাণ পুথি দিচ্ছে পাঁতি পেটের দায় ;
ভীরু যত মেয়ের পিতা ভাব্‌ছে বসে' 'মান যে যায় !'
বিদেশ যাওয়া উচিত কিনা—নাড়্‌ছে টিকি আরেক দল ;
বলদেরা দিচ্ছে টাকা, বাড়্‌ছে তাদের বুকের বল।
তোদের কথা শুন্‌ছে না কেউ, ফির্‌বে না কেউ তোদের মতে ;
ভাবী সমাজ চল্‌বেরে এক মুক্ত মহান্‌ উদার পথে।

যে কুমারী জ্বল্‌লো সেদিন নারীর যে সে অগ্রদূত ;
মশাল নিয়ে চল্‌লো ধেয়ে পোড়াতে সব দেশের ভূত।
'কুমারীদের শুভ আশে স্নেহলতার আত্মদান' ;
রাখো লিখে কুমারীরা, রাখো স্নেহলতার মান।
তোম্‌রা যদি পণ কর তো দেশের মানুষ 'মানুষ' হয় ;
তোমাদের ঐ মুখের কথায় দেশটা হবে পুণ্যময়।
ঘরে ঘরে তোম্‌রা ভাবো তোমাদের কি নির্য্যাতন !
পণপ্রথাটা উড়িয়ে দিতে জীবন কর বিসর্জ্জন।
জ্ঞানের আলোয় তোম্‌রা জাগো, আন দেশে নূতন প্রাণ ;
বক্ষ-মাঝে পালন কর স্নেহলতার আত্মদান।

লো ভগিনি, জাগো সবে, জাগুক সবার আত্মবোধ ;
স্নেহলতার আত্মত্যাগে পণপ্রথার লও প্রতিশোধ।

পঙ্গু হয়ে অন্ধ হয়ে ঘরে ঘরে রৈলে সবে,
নিজের অভাব বুঝ্‌লে না বোন্, পরের অভাব বুঝ্‌বে কবে !!
গ্যাখো চেয়ে নিজের পানে কি অবস্থা আজ তোমাদের !
মৈত্রী যেথায় গার্গী যেথায়, বলো তোম্‌রা কোন্ দেশের ?
বিদ্যাসাগর রামমোহনের নও কি সবে মায়ের জাতি ?
সেই গরবে হও গরবি, সংস্কারের জ্বালাও বাতি।
তোম্‌রা যদি পণ কর তো শেয়াল কুকুর 'মানুষ' হয় ;
তোমাদের ঐ মুখের কথায় দেশটা হবে পুণ্যময়।

কলিকাতা, ২৮।১০।২০

মধুসূদন

বাঙ্‌লার বীর্য্যবান্, তেজস্বী অমর প্রাণ, 'ওহে কবি শ্রীমধুসূদন,'
জাগিলে তোমার স্মৃতি, না থাকে কালের ভীতি, প্রাণে পাই পুলক মহান্ ;
কি-যেন জাগিয়া ওঠে, শিরায় কি-যেন ছোটে, শক্তি পাই সহসা ভীষণ ;
হৃদয়ে হৃদয় আসে, কি-যেন-কি চোখে ভাসে, নাচে বুক বাড়ে অভিমান।
কিন্তু হায় পুনরায়, হৃদয় ফাটিয়া যায়, স্মরি যবে মরণ-কাহিনী !
ইচ্ছা হয় স্বজাতির, হীনতার উচ্চ শির, চূর্ণ করি চোখের পলকে,
ঠেলে ফেলে দিছি পায়, শিরে যাহা শোভা পায়, তাই কাঁদি দিবস যামিনী ;
শেষে জ্বালা স'য়ে স'য়ে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে, ঢলে' পড়ো কালের কুহকে !!
'মেঘনাদে' মেঘ নাদে, আ-মরি কি নব ছাঁদে, ভাষায় কি গুরু গরজন !
'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' আলুথালু আনমনা, কি মাধুরী, অতুল অতুল !
কি আবেশে 'চতুর্দ্দশে' কি ছবি এঁকেছ বসে,' মরি মরি একি আলাপন !
শত কাব্য-ফল-ফুলে, আর কি এ 'মধু' মিলে, 'কপোতাক্ষ' কাঁদে কুলুকুল !

এহেন কবির হায়, জ্বলে'পুড়ে প্রাণ যায়, দেশে দেশে ঘুরেছে কেবল !
লিখিতে পারিনে আর, হৃদয়ে বেদনা-ভার, ক্ষীণ আঁখি করে ছলছল !!
গৌরীপুর, ১৬।১২।২০

হেমচন্দ্র

হুঙ্কারিয়া চলে' গেছ, ঝঙ্কারিয়া বাজায়েছ, উঁচুসুরে তুলেছিলে তান ;
দেশের প্রাণের তারে, প্রতিধ্বনি তুলিবারে, কে পেরেছে তুমি বিনে আর ?
স্বদেশের দুঃখ হেরি', কে কেঁদেছে মৰ্ম্মে মরি', কে গেয়েছে নব নব গান ?
যতদিন বেঁচেছিলে দেশগীতি গেয়েছিলে, কেঁদে কেঁদে জীবন অসার !
মিলনের মহাবাণী 'ভারত সঙ্গীতে' শুনি, শিঙ্গার সে ভীষণ আরাবে !
কেঁদে কেঁদে অবশেষে, আঁখি-দীপ্তি গেল ভেসে, তবু নাহি ক্রন্দন ফুরায় !
'পদ্মের মৃণাল' হেরি', বাজিল প্রাণের ভেরী, সেই রবে আর কেবা গাবে ?
'কাল চক্রে' 'কুহুস্বরে' পরাণ চঞ্চল করে, সেই সুর কেহ না শুনায় !
'একজনো ডাকেনারে, একজনো কাঁদেনারে পূৰ্ব্ব কথা ভাবিয়া ভাবিয়া !'
তোমার ও স্মৃতি আঁকি', মরমে মরিয়া থাকি, অশ্রু দিয়া পূজি ও চরণ ;
'বৃত্র-সংহারের' কবি, ফুটাও এ প্রাণ-ছবি মলিনতা মুছিয়া মুছিয়া !
ভক্তি দিয়া শ্রদ্ধা দিয়া, প্রেম স্নেহ প্রীতি নিয়া, চাহি কাজ করিতে সাধন।
ভাষায় ঝরণা-স্রোত, ভাব ভাষা ওতঃপ্রোত, উচ্চ আশা তাহে শোভমান ;
এক বিন্দু নেত্রনীর বৃথায় ফেলনি বীর, কাব্য-হ্রদে পদ্মের সমান !!
গৌরীপুর, ১৬।১২।২০

জ্যোৎস্নালোকে

কে তুমি নীরব ভাষিণি !
গগন ছাপিয়া মেদিনী ব্যাপিয়া,
মধুমাখা হাসি হাসিয়া হাসিয়া,
হাসালে আমায় কি নব ভাষায়
আ-মরি মানস-মোহিনি !
কে তুমি নীরব ভাষিণি !

প্রেমাবেশে পাখী 'ওঠে ডাকি' ডাকি,'
'বউ কথা কও', সারি সারি শাখী
রহিয়া অচল হেরিছে কেবল
নীরব সুহাস-হাসিনী !
কে তুমি নীরব ভাষিণি !

ওই বাণী শুনি' ঘুমায় যামিনী,
হেরি' ওই রূপ ভুলেছি কি-জানি,
জাগিছে স্বপন, একি আলাপন,
অরূপ রূপসি কামিনি !
কে তুমি নীরব ভাষিণি !

শুনাও আমায় চিরজ্যো'স্নায়,
চিত্ত-চকোর প্রেম-সুধা চায়,
বুঝিনি তোমায়, বুঝেছি তোমায়,
দেখা দিয়ো চিরযামিনী !
অয়ি মধু-ভাষ-ভাষিণি !

হয়ে অনুরাগী রহিয়াছি জাগি,'
নিমেষ-বিহীন আজি তব লাগি,
চিনেছি তোমায় চিনেছি তোমায়
চঞ্চল চিত-তোষিণি!
এস এস কবি-মোহিনি!

গৌরীপুর, ২৩।১২।২০

খাঁচার বুল্‌বুল

আমি যে খাঁচার বুল্‌বুল্।
কেন মোরে করিলি আকুল!
মন-সুখে বনে বনে,
উড়িয়া আপন মনে,
লভিয়াছি আনন্দ অতুল;
কেন মোরে করিলি নির্ম্মূল!

আমি যে বনের বুল্‌বুল্!
এমন করেছি কিবা ভুল!
বনেরি খেয়েছি ফল,
খেয়েছি শিশির-জল,
স্বাধীনতা এত চক্ষুশূল!
এমন করেছি কিবা ভুল!

আমি যে বনের বুল্‌বুল্!
স্বাধীনতা জীবনের মূল!

ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে,
ব্যবহারে প্রাণ পোড়ে,
নাহি চাহি সোহাগ বিপুল!
স্বাধীনতা জীবনের মূল!

আমি যে বনের বুল্‌বুল্‌!
ছাড়িবি না নির্ব্বোধ বাতুল!
অনাহারে মরে' যাব,
তবু কিছু নাহি খাব,
বজায় রাখিব মান কুল!
ছাড়িবি না নির্ব্বোধ বাতুল!

আমি যে বনের বুল্‌বুল্‌!
কেন মোরে করিবি নির্ম্মূল!
কিসে এত হ'লি হীন,
ভেবে ভ্যাখ্‌ প্রতিদিন,—
একবার খাঁচা শুধু খুল্‌!
কেন মোরে করিবি নির্ম্মূল!!

গৌরীপুর, ১৫।৮।১৮

আমি

আমি বিশ্বে সৃষ্টি করি অনন্ত জীবন।
রহস্য বুঝি না কিছু,
কর্ম্ম ধায় পিছু পিছু,
কর্ম্ম করি দিনরাত্‌—দেখি না স্বপন।

আমার ভাবনা কোথা ?
ছুটাছুটি হেথা হোথা,
ভাবিতে বসিলে বীজ কে করে বপন ?
আমি ব্যাপ্ত সর্ব্ব ঠাঁই,
সৃষ্ট হ'লে আমি নাই,
কাঁদে প্রাণী ফুকারিয়া—কাঁদি না অমন।

কাঁদিলে পাষাণ গলে,
তাই থাকি কুতুহলে,
নব জাত নব শান্তি আনে অনুক্ষণ।

আমিই বাড়াই মায়া,
বাঁধি স্নেহে পতি জায়া,
জাগাইতে মহামায়া করি প্রাণপণ।
আমি বিশ্বে সৃষ্টি করি অনন্ত জীবন॥

আমি বিশ্বে নানারূপে মহা একাকার।
বৃক্ষ লতা দুর্ব্বাদলে,
প্রতি পত্র পুষ্প ফলে,
আমারে খুঁজিলে পাবে—আমি রসাধার।

সর্ব্ব ভূতে আমি প্রাণ,
আমি করি প্রাণ দান,
নাহি চাহি প্রতিদান—সকলি আমার।
আমারে না পেলে কেহ,
তিলেক পায় না স্নেহ,
সহে তীব্র দুখ-জ্বালা, দেখে অন্ধকার।

আমার পালন-রীতি.
নিঃস্বার্থ অসীম প্রীতি,
বুঝিলে দহে না প্রাণ, সে যে জ্ঞানাধার।
আমি জল, আমি স্থল,
আমি নিম্ন নভস্তল,
ভূত-প্রেত-নর-দেবে আমারি বিস্তার।
আমি বিশ্বে নানারূপে মহা একাকার॥

আমি বিশ্বে মহেশ্বর, সাধক-প্রধান।
সংসারের হলাহল,
করি' পান অবিরল,
চেয়ে থাকি ঊর্দ্ধ নেত্রে, আমি শক্তিমান্।
চঞ্চলতা কোথা মোর?
ছিঁড়েছি মায়ার ডোর,
আমারে ভুলাবে হেন কোথা উপাদান?
অশান্তির মহারাসে,
আমি ধীর প্রেমোল্লাসে,
মাতি না—মাতায়ে তুলি ব্যথিত পরাণ।
আবার বিভোর হ'য়ে,
বিপদ-ঝটিকা স'য়ে,
সাধি হিমগিরি-সম নিগূঢ় নির্ব্বাণ।
সাধনায় বাধা পেলে,
দিই তারে পায়ে ঠেলে,
ভ্রূকুটি হেরিলে ফুঁকি প্রলয়-বিষাণ।
আমি বিশ্বে মহেশ্বর, সাধক-প্রধান॥

গৌরীপুর, ১।৩।১৯

অপূর্ব্ব সঙ্গীত

বাজিয়া উঠেছে লক্ষ হিয়ায় মধুর ঐক্যতান !
'কেহ পর নয়, কোথা ভেদ রয়, সবারি যে এক প্রাণ !'
ঘৃণায় ঘৃণায় ঘৃণা বেড়ে যায়, আপনারা হয় 'পর' ;
ছোট বলি' ঘৃণা করোনা করোনা, বলো নাকো 'সর্-সর্' !
কেহ ছোট নয়, প্রাণে কত সয়, সকলেরি মহাপ্রাণ ;
সময় সুযোগ পায় নাকো তা'রা, তাই এত অপমান !
আদর সোহাগ ভালবাসা পেলে, শুষ্ক সরস হয় ;
জ্ঞানালোক যদি পায় একবার, জাগিবে সুনিশ্চয় ।
কোটি বিন্দুতে সাগর সৃজন, অণুতে পাহাড় জাগে ;
অণু-বিন্দুর আরাধনা কর, সকলি তো কাজে লাগে !
ছয় ঋতু সেও শৃঙ্খলে বাঁধা, দ্বন্দ্ব কলহ নাই ;
হাতে হাতে ধরি', যায় আসে ফিরি', যেন তা'রা ছ'টি ভাই !
বিভিন্ন রূপ, বিপরীত ভাব, কত বিভিন্ন দান !
সেই দান পেয়ে বিশ্ব-প্রকৃতি গাহে মিলনের গান ।
একের অভাবে অপরের নাশ, বড় ছোট কেহ নয় ;
ভালবাস যদি ভালবাসা পাবে, প্রেম মঙ্গলময় !
হিন্দু মুসলমান, দূরে রাখি' অভিমান,
শোনো সঙ্গীত, কত সুন্দর, কত সুমধুর তান !
'কেহ পর নয়, কোথা ভেদ রয়, সবারি যে এক প্রাণ !'

কলিকাতা, ১৮।১২।১৯

এনি বেসান্ত্

যখন দেশের মাঝে হিয়ায় হিয়ায় রাজে নানাবিধ যাতনা ভীষণ,
পল্লীতে পল্লীতে যবে শুনিয়া জাগিল সবে বক্তা রাজনীতিকের বাণী,
বাতাসে বাজিল ব্যথা, গগনে গরজে গাথা, বীর দাপে কাঁপিল ভুবন,
তাহারি ক'মাস আগে নবভাব-অনুরাগে চিত্ত মাঝে জাগিল কি-জানি।
দেশে দেশে ছুটে যেতে হৃদয় উঠিল মেতে, পুলকিয়া উঠিল জীবন ;
বাজিল প্রাণের তারে কি বাসনা বারে বারে, আজি তাহা সুখস্বপ্নময়।
বিদেশিনি, লো জননি, রমনীকুলের মণি, তুমি চিত্তে আনিলে প্লাবন !
তোমার ও মূর্ত্তিখানি, মধুমাখা স্নেহবাণী জেগে রবে মরম-আলয় !
ছিলাম কূপের জল, পেয়েছি সাগর-তল, সঁপিয়াছি অসীমে সসীম ;
তাই আজি নড়ি চড়ি, অসীম শকতি ধরি, নিশিদিন গাহি নব গান ;
ফ্‌লিয়া ফুঁসিয়া কত সীমা ভাঙি অবিরত, অসীমের আনন্দ অসীম ;
কি আনন্দে উচ্ছলিত, কি আবেগে উচ্ছ্বসিত, প্রাণে ওঠে প্রেমের তুফান !
যা কিছু দশের মাঝ, পেয়েছি পেতেছি আজ, সে সকলি তোমার তোমার,
যে যাহা বলুক তোমা, তুমি প্রাচ্যে অনুপমা, সন্তানের লহ নমস্কার।
গৌরীপুর, ৮।১।২১

"টিটানিক"-নিমজ্জন

মথিয়া ফেণিল সিন্ধু, হেলিয়া দুলিয়া
সগরবে গরজিয়া উড়ায়ে নিশান,
সে কাল-যামিনী যোগে শ্বসিয়া শ্বসিয়া,
"টিটানিক" তীরবেগে করিল প্রয়াণ।

জানিল না, বুঝিল না নিকট মরণ,
ভাসমান হিম-গিরি সম্মুখে তাহার ;
দেখিতে দেখিতে দেহে পড়িল যেমন,
তাম্রক মণ্ডিত পৃষ্ঠ হলো চূরমার।

সহসা থামিল বেগ। কাঁপিল সবাই,
স্পন্দিল বীরের হিয়া বিদ্যুতের প্রায় ;
কোথায় ঘটিল কিবা কিছু জানা নাই,
দেখে শোনে ত্রস্তমনে চারি পাশে চায়।
ক্ষণকাল কেটে গেল। আবার আবার
যে যাহার পূর্ব্ব ঠাঁই করিল গমন ;
ভাবিল "মোদের চিন্তা অসার অসার,
"টিটানিক" নিমজ্জন অলীক স্বপন !"

অদূরে বিপদ হেরি' সহসা তখন
বাজিল করাল ভেরী "সামাল সামাল"
কাপ্তেন আদেশি' কহে "সবাই এখন
জীবন রক্ষার লাগি কসে' ধর হাল।"
"শোলাও ডুবিতে পারে" ভেবেছিল সবে
"টিটানিক ভেসে রবে চির নিশিদিন ;
মত্ত মানবের মত বৃথা কেন তবে
সময়ের অপচয় কারণবিহীন ?"

ওইরে আলোকময়ী চলন্ত প্রাসাদ
তিল তিল তলাইছে, নাহিরে উপায় !

বুকে বুকে তোলপাড়, বাড়িল বিষাদ,
আবার বাজিল ভেরী, মাথা ঘুরে যায় !
জীবন-রক্ষক-তরী ভাসিল তখন,
কাপ্তেন গরজি কহে "স্থির হও সবে,
এদিকে ছুটিয়া এস শিশু নারিগণ,
তোমরা চলিয়া গেলে আর সব তবে— ।"

বীরজাতি কথা মানি' রহিল নীরব,
বীরেরা আদেশ মানে বীরের মতন ;
তাহারা মানব বটে, মানব মানব,
সাধে কি নোয়ায় মাথা বিরাট ভুবন ?
ক'জন বিদেশী ভীরু প্রাণের আশায়
ছুটিয়া উঠিতে গেল তরীর উপর,
অমনি কঠোর হস্ত ভীষণ ঘৃণায়
নাশিল ঘৃণিত প্রাণ করি' সমাদর ।

"কার্পেথিয়া" আসিবার বহুকাল আগে
"টিটানিকে" বহুক্ষণ বাজে ঐক্যতান ;
বাঁচায়ে রমণী শিশু গাঢ় অনুরাগে
মরিয়া অমর হতে ফুঁকিল বিষাণ ।
জাগিল জাতির গর্ব্ব শিরায় শিরায়,
দাঁড়ালো অটল পদে সারি সারি সারি ;
পলকে আনন্দগীতি উলটিয়া যায়,
প্রার্থনা-সঙ্গীত বাজে, যাই বলিহারি !

গাহিল মিলিত কণ্ঠে "প্রভো আমাদের,
আরও নিকটে তব যাও নিয়ে যাও ;"
এমন মধুর গীতি কোথা জগতের ?
গাও হে অমরবৃন্দ, গাও পুন গাও !
ওই সে অমর গীতি শুনিল সাগর,
বাতাসে ধ্বনিল রব, কাঁপিল আকাশ,
চারিদিক নীরবিল, একি সমাদর !
নীরবতা নেমে এল—মরণ-আভাষ।

নীরব জলধি-জল, নীরব গগন,
নীরব সহস্র মুখ, নীরব নীরব ;
নীরব প্রাণের বায়ু, নীরব পবন,
কি ভীষণ নীরবতা ডুবাইল সব !
অটল চরণ-তলে পলে পলে পলে
ডুবিতেছে "টিটানিক," সবাই অটল ;
সহসা নিবিল আলো সাগরের জলে,
আঁধারে মরিবে ব'লে ওঠে কোলাহল।

আঁধারে মরণ হবে ! কার প্রাণে সয় ?
সবাই আলোক চাহে "আলোক আলোক !"
আলোকের লোক যারা মরণে কি ভয় ?
সে রোলে কাঁপিল তাই ভূলোক দ্যুলোক।
সহসা পিস্তল-ধ্বনি ভেদিল গগন,
দেবতা দেখিল চেয়ে, আঁখি অপলক ;

তখনো অটল তারা, আঁধারে তখন
নিবে গেল ষোল শত প্রাণের আলোক।

বহুদূর পথ দিয়া "কার্পেথিয়া" যায়।
তারহীন বার্ত্তা শুনি' নাশিতে বিপদ,
বহুক্ষণ পরে আসি' পৌঁছিলে সেথায়,
দেখিল না ভাসমান গৌরব-সম্পদ!
জীবন-তরণীগুলি ভাসিতেছে জলে,
আসন্ন মরণ হেরি' রক্ষিল জীবন;
"কার্পেথিয়া" তুলে নিল নিজ বক্ষঃতলে,
দূর হ'লো তাহাদের ভীম উচাটন।

লভিয়া মায়ের কোল শিশুরা যেমন
ভাবনা ভুলিয়া স্নেহে কাঁদে ফুকারিয়া;
"কার্পেথিয়া" কোল দিলে নারীরা তখন
নির্ভয়ে আকুল কণ্ঠে উঠিল কাঁদিয়া।
করযোড়ে কেঁদে কেঁদে ডাকে দেবতায়,
টলিল পাষাণ প্রাণ শুনিয়া রোদন;
সঙ্গীদের জীবনের মঙ্গল আশায়
সকলে মিলিত কণ্ঠে করে নিবেদন।

তড়িতের ঘাড়ে চড়ি' জগৎ-মাঝার
বুক ভাঙ্গা শেল বার্ত্তা পড়িল ব্যাপিয়া;
দেশে দেশে ঘরে ঘরে আবার আবার
নিশ্বাসে রোদনে বিশ্ব উঠিল কাঁপিয়া।

হে আমার দেশবাসি, নত কর শির,
ওই হের উড়িতেছে বিজয়-কেতন ;
রমণীসুলভ কেন বহে নেত্রনীর ?
মহত্ত্বের বীরত্বের পূজহ চরণ।

মরণ পিষিয়া মারে তাই তারা বীর,
আকাশে উড়িতে জানে, সাহস অপার ;
দেশে দেশে প্রান্তে প্রান্তে ছোটে পৃথিবীর,
কুমেরু সুমেরু তারা করে আবিষ্কার।
সাগর শুষিতে পারে বিজ্ঞানের বলে,
গ্রহে গ্রহে নব সত্য খোঁজে নিশিদিন ;
কি আছে খুঁড়িয়া দেখে মেদিনীর তলে,
সাগরে মরিতে শেখে কারণবিহীন।

কমলা সে দেশে তাই পেতেছে আসন,
ভারতী ভারতে আর পায় না আদর !
গোলামী শিখিতে কোথা বিদ্যা উপার্জ্জন ?
বুঝি রে শুকায়ে গেছে ভারত সাগর !
হে অমর বীরবৃন্দ, বিদেশী আমার,
তোমাদের ও মহত্ত্ব জাগাও হিয়ায় ;
গাহিয়া গৌরব-গীতি, মুছি' অশ্রুধার,
মরি যেন জগতের মহত্ত্বের পায়।

গৌরীপুর, ১১।১।২১

রূপলাল

একদিন অপরাহ্ণে পল্লীতে বসিয়া,
হেরিতেছি নিদাঘের সুষমা কেমন ;
একে একে বাল্য স্মৃতি উঠিল জাগিয়া,
ভাবিতেছি—এই কিরে মানব জীবন !
তখন আনন্দ ছিল, এখন কি নাই ?
এ আনন্দে সে আনন্দ ফিরে আনা চাই ।

এমন সময়ে দেখি সম্মুখে আমার,
ধীরে ধীরে আসিতেছে একটি বালক ;
দুজোড়া পাদুকা শোভে দুহাতে তাহার,
মুখ দেখে বুঝিলাম পায়না পুলক !
মলিন শরীর তার, মলিন বসন ;
সে মলিনে ফুটে আছে নলিনী আনন !

পাদুকা রাখিলে কহি "কি চাও এখন ?"
সে চাহিল 'বখ্‌সিস' বিদেশী ভাষায় ;
বলিলাম সে ভাষাতে "সেলাই কেমন ?
ওই খানে যাও, পাবে মজুরী সেথায় ।"
ধীরে ধীরে যেতেছিল ডাকিয়া আবার
দেখালেম দুজনারে মুখটি তাহার ।

শুধালেম "ঘর কোথা ? কি নাম তোমার ?"
বলিল "বাজারে থাকি, রূপলাল নাম ;"
"বাপ্ মা জীবিত কিনা" শুধাই আবার,
সে কহিল "কাল মাতা গেছে স্বর্গধাম !"
আঁখি তার ছল-ছল, নত হ'লো শির ;
কি ভীষণ বজ্রাঘাতে হইনু অধীর !

ক্ষণকাল বুক চেপে রহিনু বসিয়া,
ভাবিলাম—কি ভীষণ জীবন সংগ্রাম !
কালি যার মা মরেছে, হৃদয় চাপিয়া
সেই শিশু ছুটে আসে—নাহিক বিরাম !
কি কব দুখের কথা, বুক ফেটে যায় !
শিশুও ছুটিয়া এল পেটের জ্বালায় !!

আবার পুঁছিনু তারে অতি মৃদুভাষে,
"কোথায় তোমার পিতা, কি করে কোথায় ?"
"নড়িতে পারে না বাবা, দিন রাত কাসে,
পাকাটির মত দেহ রোগের জ্বালায় !"
দাওয়াই খাওয়াতে তারে কহিনু তখন ;
সে কহিল "সয়তানে নিয়েছে পিছন।"

শুনিয়া আকুল কণ্ঠে কহিনু আবার,
"সয়তান—ঝুটা কথা, মেনো না ও সব ;"
নীরব হইয়া শিশু চাহে চারিধার,
সে যেন শুনিল তার মা'র কণ্ঠরব !

হায়রে অবোধ শিশু, 'মা' আজি কোথায় !
সে জননী ব্যাপ্ত আজি সারাটি ধরায় !

চেয়ে দ্যাখ্ কালো মেঘে উড়িছে অলক,
শশীতে জমিয়া আছে মা'র মুখহাসি ;
তারায় ফুটেছে তাঁর আঁখি অপলক,
হাওয়ায় শুনিবি তাঁর কথা রাশি রাশি।
তোর মুখে তাঁর মুখ ফুটেছে কেমন !
দেখিলে নিজের মুখ পাবি দরশন !

বিশুষ্ক বদন হেরি' আনিলাম বারি,
দিলাম মলিন হাতে ঢালিয়া তখন ;
হাত ধুয়ে বসে' র'লো, যাহা কিছু পারি
এনে সেই কচি করে করি নিবেদন।
খেতেছিল স্থির চিত্তে, ভাবিনু তখন
হায় কি কঠোর এই নিয়তি-লিখন !

জল খেয়ে ধীরে ধীরে করিল গমন,
তার প্রতি পদক্ষেপে কেঁদে ওঠে প্রাণ !
কি করিব—চেপে র'নু অসহ্য বেদন,
মানিতে চাহিনে আর বিধির বিধান !
সত্য বলো, খুলে বলো ওহে ভগবন্,
এই কি মানব-ভাগ্য, মধুর জীবন !!

গৌরীপুর, ১৬।১।২১

———

বিসর্জ্জন

বৈশাখে তপনতাপে তাপিত ক'জন
যেতেছিল জলপথে 'ধলেশ্বরী' দিয়া,
তখন তুপুর বেলা, প্রখর কিরণ
ঝরিয়া পড়িতেছিল মেদিনী ব্যাপিয়া।
ক্ষুদ্রতরী 'ধলেশ্বরী' দিতেছিল পাড়ি ;
ক্ষেপনী চালনে ঘেমে উঠেছিল দাঁড়ী।

তরণী-মাঝারে ছিল শিশুর জননী,
সাথে ছিল শিশুটির ভগিনী তুজন ;
কুমারী প্রসূন-কলি, আনন্দের খনি,
তাহারা হেরিতেছিল সোণার স্বপন।
মাতুলের সাথে তারা মাতুল আলয়
যেতেছিল ফুল্লমনে, তাই শোভাময়।

বসনে ভূষণে তা'রা বিচিত্র সুন্দর,
মনের আনন্দ-হাসি ফুটেছে কেমন !
চোখে মুখে চূর্ণ চুলে হাসির লহর
যেনরে নাচিতেছিল লভিয়া জীবন !
এই বিন্দু হাস্য-লাস্য-আনন্দ-মাঝার
জননী হাসির সিন্ধু হেরিল অপার।

তরণী চলিতেছিল লক্ষ্য অভিমুখে,
জলাঘাতে 'ছপ্-ছপ্' তালে তালে তালে ;
কাঁদিল নিদ্রিত শিশু, তুলে নিয়ে বুকে
স্তন-সুধা পিয়াইলা চুমো খেয়ে গালে।
প্রদোষ ঘনাবে বুঝি 'ধলেশ্বরী' মাঝে,
জননী ছাড়িলা শ্বাস অকারণ কাজে।

গগনের এক প্রান্তে দেখা দিল মেঘ,
বাড়িতে লাগিল ক্রমে আপনার বলে ;
সাথে সাথে বেড়ে গেল বাতাসের বেগ,
ঢেউগুলি ফণা তুলি' চলে নদী-জলে।
বিপদ গণিয়া দাঁড়ী কসে' দাঁড় টানে ;
চিন্তা ভীতি উপজিল সকলের প্রাণে।

ঘন ঘন মেঘ-মন্দ্রে কাঁপিল হৃদয়,
পবন প্রতাপবাণী করিল প্রকাশ ;
ছইয়ের ছিদ্রের মাঝে কে যেন-কি কয় !
হেলিছে দুলিছে তরী, আঁধার আকাশ !
কন্যা দুটি কেঁদে ওঠে, জননী আকুল ;
"কসে' দাঁড় টানো মাঝি" কহিল মাতুল।

মাঝি কহে ত্রস্তমনে "কি করি হুজুর !
খোদার মর্জি আজি বুঝে ওঠা ভার !
কসে' দাঁড় টানিতেছি, দর্প হ'লো চূর !"
"টানো টানো" জোরে কহে মাতুল আবার।

সম্মুখে সৈকত্ হেরি' প্রাণপণে দাঁড়ী
জোরে কসে' দাঁড় টেনে দিতেছিল পাড়ি

ধনে মানে যশে গুণে মাতুল-জনক
সম্মান পেয়েছে, তাই যুবক মাতুল
ডাকিয়া মাঝিরে কহে, আঁখি অপলক,
"যা চাও সকলি দিব যদি পাই কূল।"
অমনি ভীষণ রবে কাঁপায়ে ভুবন,
মাথার উপরে মেঘ গর্জ্জিল ভীষণ।

ঝটিকার ঘাড়ে চড়ি' ঝরিল সলিল,
ঝট্ পট্ ঝাপটিছে ঝটিকা প্রবল ;
কি ভীষণ রূপ ধরে সুশীল অনিল !
তরীখানি গড়াগড়ি করিছে কেবল !
ঝলকে ঝলকে জল ওঠে বার বার,
সবে মিলে হট্টগোল করিছে আবার।

"রক্ষা কর ভগবান্" ডাকিছে সবাই,
বারবার ডাকে তা'রা, কাঁদিয়া আকুল ;
বায়ু কহে উপহাসি' "নাই—নাই—নাই,"
দেখা যায় সন্নিকটে তটিনীর কূল।
সহসা ঢেউয়ের তোড়ে ডুবিল তরণী,
"রত্ন নিয়ে ডুবিলাম" কহিলা জননী।

জননীর কোলে ছিল পুত্র-রত্ন তাঁর,
ছাড়িল না প্রাণভয়ে প্রাণের দুলাল !

"রত্ন নিয়ে ডুবিলাম" কহিয়া আবার
অকালে তলায়ে গেল, করাল অকাল !
কন্যা দুটি কেঁদে কহে "বাঁচাও আমায় !"
ক্ষণে ডোবে ক্ষণে ওঠে, অবসন্ন প্রায় !

মাতুলেরে কাছে পেয়ে লইল শরণ,
সজোরে ধরিল তারে, ছাড়িতে না চায় ;
কেহ বা ধরিল কণ্ঠ, কেহ বা চরণ,
সে কহিল "ছেড়ে দাও, প্রাণ বুঝি যায় !"
তার পরে কি যে হ'লো কি ক'ব আবার !
এবার ডুবিল তা'রা ডুবিল এবার !!

গৌরীপুর, ৩১।২।২১

শান্তি

বহুদিন পরে আজি, হৃদয় উঠিল বাজি,'
মরমে ডেকেছে বাণ প্রেম প্রতিভায় ;
চাপিয়া রাখিতে চাই, চাপা নাহি যায়।
হৃদয় কেঁদেছে যবে, বাহিরে হেসেছি তবে,
কে বোঝে কাহার দুঃখ কঠিন ধরায় !
নয়নে বহিলে জল, ভিজিলে কপোল-তল,
ধরায় মানুষ কোথা দেখিবে তাহায় !
কোথা আঁখি কোথা প্রাণ, কোথা প্রেম-প্রতিদান,
নীরবে নীরবে তাই কাঁদি নিরালায়।

লো প্রকৃতি, তুমি আমি, কত গত দিন যামি,
কেঁদেছি মনের দুখে জানি দুজনায় ;
কাহারে শুনাবো আজি সে আজি কোথায় !

করেছিনু কত যে সন্ধান,—
বসিয়া বনের ধারে, ভ্রমিয়া নদীর পারে,
হাসিয়া সাথীর সাথে কত দিনমান ;
তবুও পাইনি শান্তি কণা পরিমাণ !
হাসিয়াছি খেলিয়াছি, মিলিয়াছি মিশিয়াছি,
করিয়াছি ভালবেসে প্রেম-প্রতিদান ;
ঘুরিয়াছি ফুলবনে, শুনিয়াছি একমনে,
ঘুঘু আর কোকিলের স্মৃতিমাখা গান ;
পাপিয়ার পিহুরবে, ভুলেছি আমার সবে,
বেড়ায়েছি জোছনায় খুলিয়া পরাণ ;
দেখিয়াছি কতদেশে, কতশোভা কতবেশে,
তবুও পাইনি শান্তি কণা পরিমাণ !

অয়ি শান্তি মনোরমে, তুমি ছিলে এ মরমে,
তখন্ তো বুঝি নাই তুমি হৃদি জুড়িয়া !
তখন্ ছুটিছি মিছে, আলেয়ার পিছে পিছে,
দেখি নাই চিনি নাই মন-আঁখি মেলিয়া !
নকলে আসল করি,' আসলে নকল ধরি,'
মরিয়াছি ঘুরি' ফিরি' দিক্ দেশ খুঁজিয়া !
তুমি যে হৃদয়-নিধি, হৃদয়েতে নিরবধি,
দেখাওনি শিখাওনি বুঝাওনি যাচিয়া !

অনেক দিনের পর, অনেক দেখার পর,
আজি আমি দেখিয়াছি তুমি হৃদি জুড়িয়া !
তাই আজি হৃদয়েতে, তাই আজি বাহিরেতে,
তুমি আছ তব রূপে জড়াইয়া জুড়িয়া !
তুমি ছাড়া কিছু নাই, মানব বোঝেনা—তাই,
ঘুরে মরে চারিদিকে আঁতিপাঁতি খুঁজিয়া !
তুমি আছ, আছ তুমি বিশ্ব আলো করিয়া !

আজিকে হৃদয় তাই নেচে নেচে ওঠে গো !
ময়ূর পেখম ধরি,' নাচে যথা ঘুরি' ফিরি',
সেইরূপে সেই তালে মন প্রাণ নাচে গো !
ক্ষুদ্র তটিনীর মত, আজি আমি অবিরত,
গান গেয়ে ছুটিয়াছি, কোন্ দিকে জানি না !
বসে' বসে' ভাবিবার, অবসর নাহি আর,
কারে যেন দেখিয়াছি, চিনিয়াও চিনি না !
তাঁহার নীরব ভাষা, বাড়ায়েছে শত আশা,
চেতনা এনেছে সারা হৃদি-প্রাণ-মরমে !
নাহি জ্বালা নাহি দুখ, জগতে লভিছি সুখ,
নব বল নব প্রাণ পাইতেছি করমে !
বেদনায় ভয় নাই, পতনে নিরাশা নাই,
সাহসে চলিছি ছুটে আলো-রেখা ধরিয়া !
আসুক ঝটিকা পথে, ফিরিব না কোন মতে,
নিবিলে জীবন-আলো নাহি ভয় ভাবিয়া !

মিলে মিশে গেছি তাই এ মর-জগতে।
ভালবাসি সোজাসুজি, আত্মপর নাহি বুঝি,

অনুভূতি হৃদয়ের পরতে পরতে।
যাহারে 'আপন' মানি, তার বাণী বেদবাণী,
রূপে দেখি স্বরগের শোভা পরকাশ ;
যারে করি প্রীতি দান, তারে করি প্রাণ দান,
অবহেলা অপমানে হইনে নিরাশ।
পেয়েছি যে খোলা মন, সাথী সঙ্গী অগণন,
সকলের মূলে সেই শান্তি একজন ;
য'দিন সে হৃদয়েতে, ততদিন বাহিরেতে,
যায় যদি তেয়াগিয়া সকলি স্বপন !
তারপর, তারপর, আবার সে পর-পর,
আবার সে অশ্রু হবে জীবনের সাথী !
কাঁদিয়া উঠিতে হবে, কাঁদিয়া বসিতে হবে,
কাঁদিয়া কাটিয়া যাবে কত দিন রাতি !

শান্তি কি গো রবে চিরকাল ?
কখনো তা রহিবে না, অভাবে সে রহিবে না,
জীবনের বাড়িবে জঞ্জাল !
এই বেলা হেসে নিই, এই বেলা দেখে নিই,
কি জানি কি হবে পরে জানিনে যখন ;
চলে' গেল, চলে' গেল, সুখদিন চলে' গেল,
না দেখিতে চলে' যায়—রহস্য কেমন ! !

ওই যে গাহিছে দূরে, মধুর অমিয় সুরে,
ছায়া-সুনিবিড় গাছে কোকিলটি বসিয়া।

আমারো তো হয় সাধ, পূরাইয়া মন-সাধ,
সেই রূপে সেই সুরে দিন কাটি গাহিয়া !
জ্যোস্না নিশায় ওই, ওই যে ডাকিছে ওই,
কলাপী কোমল কণ্ঠে কি-যেন-কি কহিয়া।
আমিও তো ওইরূপ, দেখি' রূপ অপরূপ,
রজনীতে নিরজনে উঠি তাঁরে ডাকিয়া !
ওই যে সুরূপা মেয়ে, সেজে গুজে গান গেয়ে,
ধরারে করিছে স্বর্গ সরলতা আনিয়া।
আমার এ মন প্রাণ, ওইটুকু চাহে দান,
ভুলিবারে সব কথা ওইটুকু লভিয়া !
হয় যদি পরিপাটি, হেরিয়া নয়ন দুটি,
খায় প্রাণ লুটোপুটি হৃদয়েতে পড়িয়া !
দেখিলে যুগল ভুরু, নাচে বুক 'সুরু সুরু,'
দেখি তারে সেইরূপে প্রাণ মন খুলিয়া !

এই যে পেয়েছি মন, এ নহে রে ভোলা মন,
হৃদয়েতে শান্তি পাই, তাই উঠি নাচিয়া !
প্রকৃতিরে পূজা করি, চাহি ধরা হয়ে' ধরি,
সুষমারে সারা বুকে কুরূপারে ত্যেজিয়া !
হয় যদি ভুল ভ্রান্তি, যেয়োনা যেয়োনা শান্তি,
অভাবেও যেয়ো নাকো, থাকো হৃদি জুড়িয়া !
লভেছি নূতন প্রাণ, পেয়েছি নূতন দান,
গাহিব তোমার গান মন প্রাণ খুলিয়া ! !

কলিকাতা, ২৭।৩।২০

আমার চশ্‌মা

(সুর—'আমার জন্মভূমি'।)

সোণা রূপোয় কেমন গড়া, আমাদের এই চশ্‌মা জোড়া,
তাহার মাঝে আছে 'পেব্‌ল্‌' সকল চোখের সেরা ;
ও সে, পাথর দিয়েই তৈরি সেটা, ধাতু দিয়ে ঘেরা !

কোরস্‌—

এমন চশ্‌মা কোথাও খুঁজে পাবে নাকো জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চশ্‌মাখানি ॥

ভাল খাঁটি চশ্‌মা ছাড়া, কোথায় আঁখি উজল ধারা !
কোথায় এমন খেলে আলো এমন নকল চোখে !
ও তার, ঝিক্‌মিকিতে আমোদ বাড়ে, মাথায় খেয়াল ঢোকে !

কোরস্‌—

এত পালিস্‌ 'পেব্‌ল্‌' কাহার, কোথায় এমন চোখের বাহার !
কোথায় এমন নাকের লাগাম কাণের সাথে মেশে ?
এমন, নাকের ওপর ছেলে বেলায় চশ্‌মা কাহার দেশে !

কোরস্‌—

বিদ্যা-কুঞ্জে চোখ্‌টি ঢাকি,' বেঞ্চে বেঞ্চে বসে' থাকি,
গুল্‌জারিয়া আসি বাড়ি পুঞ্জে পুঞ্জে গিয়ে ;
মোরা, বিছানাতে ঘুমিয়ে পড়ি চশ্‌মা চোখে দিয়ে !

কোরস্‌—

চশ্‌মা জোড়ার এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ওগো তোমায় দিবসরাতি তাইতো নাকে ধরি !
যেন, চশমা জোড়া চোখে রেখে চশ্‌মা চোখেই মরি !

কোরস্—

নস্যের গান

(সুর—'আমার দেশ' ।)

নস্যের শিশি রাখি দিবানিশি, ফিরে দিশি দিশি সঙ্গে মোর ;
নাকে ঘন ঘন না ঠাসিলে নয়, প্রাণ আইঢাই—চক্ষু ঘোর !
দুর্ব্বল দেহে বল্ বেড়ে যায় এক টান্ যদি নস্য পাই ;
নস্যের বাড়া কি আছে আবার ?—শয়নে স্বপনে নস্য চাই ।

কোরস্—

বিড়ি বার্ডসাই কিছু নাহি চাই, সেবনে সবাই বকাটে কয় ;
নস্যের জয় গাও প্রাণ খুলে, গাও সঙ্গীত ভারতময় ।

সর্দ্দির চোটে সদা ফোঁস্ ফোঁস্, ডাকুক নাসিকা দিবস রাতি ;
নস্য টানিয়া টেক্কা মারিয়া ঘুরিব ফিরিব আমোদে মাতি' ।
গঙ্গা বলিতে গগ্‌গা বেরোয়, ফুলবাস আর পাইনে নাকে ;
শঙ্কা করিনে, ডঙ্কা মারিব, টঙ্কা খরচ হোক্ না লাখে ।

কোরস্—

নস্যের মতো জ্ঞান দাতা আর খুঁজে নাহি পাই ভুবন-মাঝে ;
এক টান্ নিলে মাথা খুলে যায়, টীকা টিপ্পনী কর্ণে বাজে !

মাইকেল-রবি-হেম-নবীনের সব কথা যেন চক্ষে ভাসে ;
স্কট্-মিণ্টন-বায়রণ-শেলী বেড়ে বোঝা যায়, ভয় কি পাশে ?

কোরস্—

টোল্ পাঠ্শালা স্কুল কলেজে সবাই এখন নস্য টানে ;
নস্যের মান হাল্ ফ্যাসনের আবাল বৃদ্ধ সবাই জানে।
নস্য না হ'লে এক পা' চলে না, পেট থেকে পড়ে নস্য চাই ;
নস্যের তোড়ে দুনিয়াটা ঘোরে, আমি তুমি আর কি কব ভাই !

কোরস্—

অজেয় সেনা

(সুর—'ভারতবর্ষ'।)

নিশীথে নীরবে শুয়ে থাকি যবে হাত পা ছড়ায়ে মশারি-মাঝার ;
হায়রে মোদের একি গ্রহফের, তখনি যাতনা সহি গো অপার !
গরমের চোটে করি ছট্ফট্, তাহার উপরে মশক ও 'ছার'—
চারিদিক্ দিয়া সময় বুঝিয়া খায় গো চুষিয়া শোণিত্ আবার !

কোরস্—

ধন্য রে মশা, ধন্য রে ছার, ধন্য তোদের যামিনী-বিহার !
কিন্তু তোদের হুল ও কামড়ে আমাদের প্রাণ বিকল অসার !!

গরীব আমরা, নিঃস্ব আমরা, দেহে দুই ফোঁটা রক্ত মোদের ;
সারাদিন খাটি গাধার মতন, ভাবনা শুধুরে দগ্ধ পেটের !
লম্বিত ভুঁড়ি কোথা আমাদের ?—হাড়ে ডিগ্বাজি খেলি গো বাহার !
দু'ফোঁটা শোণিত্ হাড় কয়খানি দুখীদের খেয়ে কি হবে আবার !

কোরস্—

রাজা রাজড়ার ভাবনা কোথায় ?--দশমনী দেহে ন'মণ শোণিত্ ;
তোষামোদ শোনা কর্ম্ম তাদের, একটার আগে ঘুমোয় ক্বচিৎ।
তাহাদের দেহ বড় মোলায়েম্, মাংসল ভুঁড়ি বৃহৎ আকার ;
দশ বিশ লাখ যাস্ যদি সেথা, ফুরাবে না তবু প্রচুর খাবার।

কোরস্—

মশকের গান অতি সুন্দর, পঞ্চের মতো শুনিতে মধুর !
হুল্‌টি ফুটালে গন্ধের মতো কানে বাজে তার কর্কশ সুর।
মশারির কোণে তোষকের তলে ছারপোকা সেনা হাজার হাজার ;
যুদ্ধ মাগিতে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, দেখিতে যেন গো তুরুক্ সোয়ার।

কোরস্—

যুদ্ধ মাগিলে মশা কোথা মিলে ?—পালকের রথে উড়িয়া পলায় ;
ছারপোকাগুলি আকুলি ব্যাকুলি আঁধার-শিবিরে নীরবে লুকায়।
পরাজিত হয়ে সন্ধির আশে তাহাদের দেখা যাচিলে আবার,
নাহি দেখা পাই, ভয়ে মরে' যাই, একি গো বালাই মশারি-মাঝার !

কোরস্—

আমার চাক্‌রি

(সুর—'আমার ভাষা'।)

আজি গো তোমার চরণে চাক্‌রি, এসেছি করিতে আত্মদান ;
স্বাস্থ্য খোয়ায়ে কলেজে কুড়ায়ে পেয়েছি জীবনে মহৎ মান।
তাই মা তোমার দরশন লাগি, আফিসে আফিসে কৃপাকণা মাগি,
লেখনী পিষিতে ছুটিছি জননি, গাহিয়া সরস মধুর গান।

কোরস্—

জননি চাক্‌রি, দেবি, এ জীবনে চাহি না স্বাস্থ্য চাহি না মান ;
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি সবুট কঠোর চরণে স্থান ॥

জানো কি জননি, জানো কি কত যে আমাদের এই দুখের কাজ !
বাড়ীতে কাঁদিছে গিন্নী কন্যা, পরিধানে শত ছিন্ন সাজ !
তবু এ লজ্জা তবু এ দৈন্য, সহিছে গিন্নী তোমার জন্য,
যদি স্বামী তার আফিস মাঝার তোমারে পূজিতে জায়গা পান।

কোরস্—

জীবনে বাড়িছে জীবনের জ্বালা, জ্বলিছে জঠরে নিয়ত ক্ষুধা ;
ভুলিতে তাই মা, জঠর-জ্বালায় খেতেছি ব্রাণ্ডী—পানীয় সুধা!
বাঙালী পিতার মহতী কৃপায়, বঙ্গযুবার ছাতি ফেটে যায় ;
কেন না অকালে বঙ্গজনক নাতির মুখটি দেখিতে চান।

কোরস্—

পেতেছি গৃহে মা, গঞ্জনা গালি, তাই গো বাহিরে এসেছি ছুটি' ;
বাসনা——আফিসে ঢুকিয়া তোমার, পূজিব সবুট চরণ দুটি।
চাহি নাকো কিছু জননি আমার, এই জানি, তুমি জীবনের সার,
তুমি গো জননি বাঙালী-শরণ, তুমি গো জননি আমার প্রাণ !

কোরস্—

চায়ের গান

(সুর—'ভারতবর্ষ'।)

যেদিন শ্যামল ধরণী হইতে উঠালে, চা-গাছ, আপন শীর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি গো ভক্তি সে কি গো হর্ষ !
সে দিন তোমার কৃপায় ধরার প্রভাত হইল দুখের রাত্রি ;
বন্দিল সবে 'জয় চা জননি ! জগত্তারিণি ! জীবনদাত্রি !

কোরস্—

ধন্য হইল ধরণী তোমার লভিয়া চিকণ শিকড় স্পর্শ ;
গাইল "জয় চা জগন্মোহিনি ! জড়তানাশিনি ! নবীনাদর্শ !!

সদ্যঃ-উষ্ণ-সলিল-সঙ্গে যখন ক্ষণেক হও গো লিপ্ত,
কেট্‌লি-সলিল লোহিত হাস্যে কৃষ্ণ বর্ণ করে গো দীপ্ত !
উপরে ঢাকুনি ঢেকে না রহিলে, গন্ধে তপন-তারকা-চন্দ্র
কক্ষভ্রষ্ট হইয়া পড়িত, সৃষ্টি কাঁপাত জলদ-মন্দ্র ।

কোরস্—

টেবিলে শুভ্র চায়ের পেয়ালা লভিয়া বিদেশী চিনি ও দুগ্ধ,
বক্ষে মাগিল লোহিত সলিল, লভিল যখন হইল মুগ্ধ ;
তখনো চা তুমি দীপ্ত তপ্ত, চা-সেবী তখন বিভোর দৃশ্যে !
ছুটিয়া তখন মধুর গন্ধ ছড়ায়ে পড়িছে নিখিল বিশ্বে !

কোরস্—

উপরে উড়িছে শুভ্র ধূম্র, নড়িছে চাম্‌চে অবিশ্রান্ত ;
হেলিয়া পড়িছে আরামে শরীর চুম্বি' চায়ের পেয়ালা-প্রান্ত ;
ভিতরে 'লিভার' করিয়া নষ্ট, বাহিরে আরাম করিয়া বৃষ্টি,
শরীরে সবার লক্ষ ব্যারাম দিবস রজনী করিছ সৃষ্টি ।

কোরস্—

ভক্ত, তোমার বাহিরে শান্তি, কণ্ঠে তোমার করুণ উক্তি,
হস্তে তোমার থাকে না অর্থ, স্বাস্থ্য হারায়ে মাগিছ মুক্তি ;—
চা-পাতা, তোমার কাট্‌তির তরে কত না চেষ্টা কত না হর্ষ !
সভ্যকারিণি ! স্বাস্থ্যনাশিনি ! স্বর্গদায়িনি ! নবীনাদর্শ !

কোরস্—